দীপঙ্কর দত্ত'র কবিতা

দীপঙ্কর দত্ত'র কবিতা

দিল্লি হাটার্স

C-489, Sarita Vihar,
New Delhi-110076

DIPANKAR DATTAR KOBITA

A Collection of Poems by Dipankar Dutta

রচনাকাল

১৯৯০-২০০৬

প্রথম প্রকাশ

কলকাতা বইমেলা, জানুয়ারি, ২০০৭

কপিরাইট

দীপঙ্কর দত্ত

প্রকাশক

দিল্লি হাটার্স-এর পক্ষে দিলীপ ফৌজদার
C-489, Sarita Vihar, New Delhi-110076
চলভাষ ঃ 09868564277

অক্ষর বিন্যাস

সুশান্ত সেন - চলভাষ ঃ 09873396102

মুদ্রক

গীতা প্রিন্টার্স,
৫১-এ, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ

দীপঙ্কর দত্ত

কবির সঙ্গে যোগাযোগ

C-489, Sarita Vihar, New Delhi-110076
E-mail : deepankar_dutta@yahoo.co.in
Mobile : 09891628652

পরিবেশক

শহর ঃ এতোয়ারী নগর, তেলিপাড়া, হীরাপুর, ধানবাদ-৮২৬০০১, ঝাড়খণ্ড

প্রাপ্তিস্থান

সবুজপত্র ঃ ৪০, বৈঠকখানা রোড, কলকাতা-৭০০০০৯
শিলালিপি ঃ কালীঘাট ট্রাম ডিপোর উল্টোদিকে, কলকাতা
কবিতা ক্যাম্পাস ঃ ৪৮/২, ভৈরব দত্ত লেন, সালকিয়া, হাওড়া-৬
গ্রন্থসমারেশ ঃ পানিগাঁও, নগাঁও, আসাম-৭৮২০০১
দিল্লি হাটার্স ঃ ০৯৮৯১৬২৮৬৫২, ০৯৮৬৮৫৬৪২৭৭

৩০ টাকা

চিরঅন্নপূর্ণা মা মঁঞ্জুলা দত্ত'র উদ্দেশ্যে
তাবৎ ক্ষুৎ কাতরানি

সূচিপত্র

ব্যতিক্রমের অপরগাথা	১	ড্রিপ	৩৪
আগ্নেয় বসন্তের জাগলার	১১	কোটাল	৩৫
ফ্লটস্যাম	১২	হুইল	৩৬
নখ	১৩	দি সান অলসো রাইজেস	৩৭
জ্যাভেলিন	১৪	ফল্ ২০০২	৩৮
পাঠক্রম	১৫	রূপতরাস	৩৯
দ্বিষৎ	১৬	দি ভার্টিক্যাল রেজ অব সান	৪০
কাউন্টার ব্লো	১৭	দ্য লিভার ইজ দা কক্স কোম্	৪১
সেডিমেন্টারি নাইটমেয়ার	১৮	ডুগডুগি	৪২
ব্রেক টু গেন অ্যাকসেস	১৯	তামসী	৪৩
নিষাদ	২০	থান	৪৪
পোতাশ্রয়	২১	ক্যানাইন ভ্যালি ফীভার	৪৬
স্ট্রিং	২৩	মেটাল	৪৭
মারী	২৪	রেলরোড হাংগার	৪৮
অ্যাকোনাইট	২৫	বিজ্ঞপ্তি	৪৯
তছন ভীষণ কেয়সে	২৬	ব্রজঘাট	৫০
কর্ড	২৭	জোঁক	৫১
ট্রমা	২৮	শকুন	৫২
শাগির্দ	২৯	মিড সামার নাইট্স্ হাউল	৫৩
রিসীভার	৩১	ওঠো ওঠো কাঞ্চনমালা	৫৪
টোটা	৩২	ফ্লু	৫৫
প্যাসেজ	৩৩	অবিদ্যা	৫৬

পূর্বপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ

আগ্নেয় বসন্তের জাগলার (১৯৯৪) কাউন্টার ব্লো (১৯৯৭)
ব্রেক টু গেন অ্যাকসেস (২০০১) পোস্টমডার্ন ব্রহাহা (২০০২)
নির্বাচিত পোস্টমডার্ন কবিতা (২০০৪) জিরো আওয়ার পাওয়ার পোয়েট্রি (২০০৬)

অজিত রায়

ব্যতিক্রমের অপরগাথা

দীপঙ্করের বিরাসৎ ঃ বাংলা কবিতার সাতটি দশক

আধুনিক বাংলা কবিতা প্রথম-প্রথম রেশ সহজ-সুগম ছিল, চল্লিশ আর পঞ্চাশের কবিরা এসে আঙুল ফাঁসিয়ে তার ন্যাড় আটকে দিয়েছেন। বিশ শতক আসার আগে ধাতব কলেজার কবিরা দুঃখবরণের তোয়াক্কা না করে বাঁকাস্রোতে খুব খেল দেখিয়েছেন। কিন্তু বিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলা সাহিত্যজগতে কিছু কিছু নতুন কুলক্ষণ পয়দা নেয়। এই নয়াল সেঞ্চুরিতে ঢুকে কবিরা দেখলেন কবিতা একটা চমৎকার জীবিকা হতে পারে। দুটো ডিকেড পেরোতে না পেরোতেই নানা খেপের বৃত্তি, খেতাব, পুরস্কার আর সরকারি ঝুনঝুনার ফাঁকতালে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের বেশুমার মনোপলি শুরু হয় আর শতকরা পঁচাত্তর জন কবি এক-একটা ঘয়েলায় ঢুকে হাঁটুজলে দমাদ্দম লাথ্ ছুঁড়ে খুব বুলবুল্লা তুলতে থাকেন। পাঠকদের পাঠদাঁড়াও পাকচক্রে পালটি খায় এবং পো-নিৎসে-আইনস্টাইন সমর্থিত সাইকলিক দস্তুর মেনে বাংলা কবিতার গাড়্যাযাত্রা শুরু হয়ে যায়। ভাবা যাক, ততদিনে যখন পশ্চিমী বিশ্বে টোয়েনটিজ-এর পেঁয়াজি হব্যাশ ছাই হতে লেগেছে, অলডাস হাক্সলি-লিটন স্ট্রেচিদের স্যাটায়ার, লরেন্সের লিবিডো, ভার্জিনিয়া উলফের মাইক্রোমোনিয়াল সেন্টুজালের ওপর দিয়ে নীল-বরফের কাৎরা বয়ে যাচ্ছে, এমন দিনে, তিরিশের সেই গোড়ায় একদিকে 'পরিচয়' আর অন্যদিকে 'কবিতা' — এই দুই ক্যানেলকে দস্তবরদারি করে বাংলা ভাষার মেইন স্ট্রিমের খাঞ্জা খাঁ কবিরা পদ্যের ছাকরা হেঁকে চলেছেন 'যৌবনবিভঙ্গ মোর উচ্ছ্বসিয়া গাহে কার গান' জাতীয় লিরিক-স্রোতে। উঠতি রাগী বেপরোয়া কবিরা পাত্তাই পাচ্ছে না 'বিচিত্রা', 'ধূমকেতু' আর কোরা-আনকা 'দেশ'-এর কাছে। রবীন্দ্রচ্ছটার দাপট তখনও গ্রাস করে রেখেছে ছিয়াত্তর জন কবিকে। বাকি দু-ডজন 'নতুন' কিছু করার তাড়ায় ফাটা বাঁশের সোর্ড ভেঁজে চলেছেন হিটলারি কেতায় ঃ 'প্রেমের আবীরে নয় — কবিতা রাঙাব দিয়ে বিধবার সিঁদুর' (বিভূতি চৌধুরী) ইত্যাদি। কেউ-বা হাতপটকা ছুঁড়ছেন ঃ 'কবিতা হবে আগামী কালের সত্য, এ যুগের মিথ্যাচার নয়' (হরপ্রসাদ মিত্র) — এই পিটিশনে। তখন সুভাষ মুখুজ্জে, জগন্নাথ চক্রবর্তীরা লিখতে শুরু করেছন বটে, কিন্তু বড্ড কাঁচা; — 'তনুর তীরে দেখিছ নাকি কামনা মায়ামৃগ / কাজল চোখে দিতেছে হাতছানি, / ব্যাধের বাণ পিছুতে কাঁপে জানিও মরমী গো / তাহারে লয়ে কাননে কানাকানি।' (সুভাষ)

তিরিশের দশকে সবচেয়ে ধ্যানভঙ্গ-এন্ট্রি দিনেশ দাসের — 'ধ্যানমৌন তপস্বীর তপোভঙ্গ হল আজ বহুদিন পর / বর্ষণের মত্ততায় রুদ্র সুরে আত্মভোলা জেগেছে শঙ্কর / দুরন্ত উল্লাসে যেন' — সাঁইত্রিশ সনে যাঁর 'কাস্তে' গনগনিয়ে দিয়েছিল বাংলার গন্ধবাহ। অবশ্য, বাংলা কবিতার তৃণপ্রতিম বাঁকবদলও 'কাস্তে' ঘটাতে পারেনি। নরেন মিত্তির, হরিনারান চাটুজ্জে, নারান গাঙ্গুলিরা হাফ ডিকেড ধরে 'কাব্যপ্রলাপ' উগরে উগরে হাবজা কবিতার আলবাটি বানিয়ে ফেলেছিলেন। 'পৃথিবী না প্রেতলোক মাঝে মাঝে হতেছে সন্দেহ' (অশোকবিজয় রাহা) — এমনতর মাচিশ-পংক্তি লিখনেঅলাদের দেখা মিলছে ক্বচিৎ। তবে মিলতে অবশ্যই লেগেছে। 'ঘুঙুরের বোলে মদালস দিনগুলি / মিলনোন্মুখ কিশোরীর মত হল' (কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়) ঐ সময়েই লেখা। বাংলা কবিতার আড়ায় একদিকে পদ্যপ্রলাপের বদমাংস জমে জমে একশা, ফের অন্যদিকে মেদ ঝরিয়ে, উপমা, প্রতীক, আঁশ-ছাড়ানো শব্দবন্ধে নিপুণ নিটোল তন্বী করে তোলার তষ্টি-তদ্বির।

তারপর বোমারু বিমান আর মন্বন্তরের দিনগুলো এসে গেল — ১৯৩৯-৪৫ — একটু বাদেই দাঙ্গা। কবিতাও ঢুকে পড়ল কাশিদাপাঠের মজলিশে। হুঁচোট খেল ক্রিয়েশান, খানিক বাট লেগে গেল কবিতার ছাকরাযাত্রায়। বীরু চাটুজ্জেদের খুনে-খরশান চাকু খুব চমকাতে লেগেছে, দিনেশ দাসের মুঠোয় ক্রান্তির ফিনকি। এহেন অপদিনে অসীম রায়, পরে যিনি ধুরন্ধর ঔপন্যাসিক হবেন, রবীন্দ্রনাথকে লেখা গান্ধীবাবার একটি চিঠির প্যারোডি বানাতে গিয়ে বাংলা কবিতার ভিত্‌রি আর্জিটাই গোটাগুটি বয়ান করে দিলেন ঃ '... কোটি কোটি প্রাণে আজ কি অশান্ত মত্ত ব্যাকুলতা, / আজ তারা চাহে শুধু অন্ননাম্নী একটি কবিতা।' আর, কী আশ্চর্য, এর পরপরই বাংলা ভাষায় দুজন আদিম দেবতা সত্যিসত্যি 'অন্ন-নাম্নী' কবিতা নিয়ে চলে এলেন। তাঁদের একজন অমিয় চক্রবর্তী, অন্যজন জীবনানন্দ দাশ। দেশ যুদ্ধ দাঙ্গা মন্বন্তর এক লপ্তে ভ্যানিশ হয়ে কবিতায় এলো কবিতার নিকষ দ্যুতি। বিশেষত জীবনানন্দ, ঐ ছিল নোডাল পয়েন্ট; বাংলা কবিতায় যে একটা ভারি-ভরকম তক্তাপলট ঘটতে চলেছে — তার পাতবিন্দু। মৃত্যুর পরে নয়, এমনকী, তার আগেই জীবনানন্দকে চিহ্নিত করা হয়েছিল এইবলে যে, 'আধুনিক বাংলা কাব্যে জীবনানন্দের দানই সবচেয়ে অসাধারণ ও কৌতূহলোদ্দীপক।' কী আশ্চর্য, একজন হেরো, পরাস্ত পুরুষের ত্রাস-নির্বাপিত নিষ্প্রাণ ও নিস্তেজ জ্বালা, তথা একাকীত্ব ও নভাক যামিনীর প্রতি মর্মান্তিক স্যারেন্ডার থেকে নতুন ফুয়েল পেয়েছে নির্বাপিতপ্রায় বাংলা কবিতার দীপশিখা। এ ভারি অদ্ভুত, বড়ই শ্রদ্ধার। হিমশীতল অবসাদ আর তুষাগ্নি বিষাদ থেকে জীবনের নতুন ফিটাস।

দেশভাগ হলো, অর্থাৎ 'স্বাধীনতা'। বাংলা কবিতার উত্তরণের চাকা আরেক দফা গাড়্যায় পড়ল। সিংহভাগ কবি মেতে উঠলেন 'শহীদপ্রণাম' আর 'নয়া শপথ' গোছের টাইমপাশে। অল্প আগের বতা নিয়ে সমালোচক অরুণকুমার সরকারের মন্তব্য ছিল ঃ '১৯৪১-৪৫-এ বাংলা ভাষায় যতগুলি কবিতা লেখবার চেষ্টা হয়েছে তার মধ্যে শতকরা সতেরোটি পদ্যই, যদি-না আরো বেশি, আজ ধূলিমলিন সংবাদপত্রের তুল্যমূল্য।' অরুণবাবু মোটে সতেরো পারসেন্ট আর ১৯৪৫-এ কেন সীমা টানলেন বোঝা মুশকিল। এ-কথা স্বচ্ছন্দে প্রযোজ্য ছিল স্বাধীনোত্তর কালের কবিতা সম্পর্কেও। এমনকী, পঞ্চাশের বেশির ভাগ কবিতা দেখলেও এ-দৈন্য আরও বিকট হয়ে ওঠে। অবশ্য পঞ্চাশ বিষয়ে আরও 'কথা' আছে।

পঞ্চাশে বাংলা কবিতায় লেগেছে হালকা চালের রোমান্টিক সুর — 'এখন এসেছে ধান কুড়াবার ধুম /সোনা ফলা মাঠে আমাদের অধিকার' (রাম বসু)। 'খুব সুন্দর, না? /এই যে বিকেল, সূর্যের হাতে প্রসাধিতা লাল / বর্ণা'। (বটকৃষ্ণ দে) তখন নতুন কবি মাত্রেই রোমান্টিক আর তাতে কড়ারি তামা-তুলসী নিয়ে উঠে আসছে একটি নাম — দেবদাস পাঠক ঃ 'এখানে মিঠেল হাওয়া, সমুদ্র না জানি কতদূর, / সন্ধ্যায় কার্জন পার্কে শুনি তবু সমুদ্রের সুর।' পুরনো নামী কবিদের মধ্যে অজিত দত্ত, প্রমথনাথ বিশী, বনফুল আর খুব করে দাপাতে লেগেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। জীবনানন্দ বাদে অচিন্ত্যকুমার, শামসুর রাহমান, বিরাম মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দ চক্রবর্তী, দিনেশ দাসদেরও খুব বোলবালা। ওদিক থেকে আবার স্তবকান্তরে ছন্দান্তর ঘটিয়ে কবিতায় বিরল ছোঁক এনে দিয়েছেন নীরেন চক্কোত্তি। চলছে পঞ্চাশের খেলা, দেখতে দেখতে কল্যাণ সেনগুপ্ত, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তরাও নেমে পড়লেন আসরে ঃ 'এ পথের বাঁকে দাঁড়ালে কখনো একদিন যেত শোনা "একটি নদীর মন-কেড়ে-নেওয়া সুর, /মনে হতো বাজে সেতারের মতো। তবু কেউ জানতো না / নদীর মোহানা অনেক দূর।' (অলোকরঞ্জন) ..... এধার ওধার থেকে রটানো হতে লাগল যে সুদিন ফিরে আসছে বাংলা কবিতার। যুদ্ধ-দাঙ্গা-দেশভাগ-রিফিউজির সমস্যা কাটিয়ে কবিতার স্বাস্থ্যে বাপস্ আসছে নতুন দ্যুতি।

আসল ঘটনা ছিল বিলকুল উলটো। আদতে, এই ছিল টার্নিং পয়েন্ট যেখান থেকে বাংলা কবিতা পাঠক হারাতে লেগেছিল। যুগপৎ সুদিন আর দুর্দিন — বিশ্বের আর কোনো ভাষার কাব্যজগতে

এমনতর বিচিত্র ঘটনা সম্ভবত ঘটেনি। শঙ্খ-সুনীল-শক্তি-ফণীভূষণ আচার্যদের আসরে নামতে তখনও সামান্য লেট, এমন দিনে, ৫০-এর শুরুতেই বুদ্ধদেব বসু রটিয়ে দিয়েছেন ঃ 'ছন্দ, মিল, স্তবকবিন্যাসের শৃঙ্খলা, এ-সব বন্ধনেই কবির মুক্তি।' র‍্যাশনাল এনজয়মেন্ট-এর নতুন খবর। পঞ্চাশের লক্ষ্মীঘরানার ফোকাসবাজ কবিরা সেটা গিলে ফেললেন। বিষয়ে ন্যাকাচিত্তির রোমান্টিকতা আর আঙ্গিকে রকমারি বেগুনপোড়া এনে তাঁরা ফাটিয়ে দিতে চাইলেন বাংলা বাজার। আলোক সরকার আঙ্গিক আর শব্দের বিন্যাস নিয়ে এত কসরৎ করেন যে প্রতিটি কবিতায় ক্র্যাকের দাগ দগদগে হয়ে দেখা দিতে থাকে। আর আনন্দ বাগচী রবীন্দ্র-গানের ফাটা রেকর্ডগুলো বাজিয়ে বাজিয়ে পাঠকের মূত্রপুটের দুব্বো ঘাযে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন। এসব করে পঞ্চাশের কবিরা ভাবলেন বাংলা কবিতায় 'প্রগাঢ় প্রতীতির সুর' দেখা দিয়েছে আর স্পষ্ট হয়েছে তার এক্সপোজ-ভঙ্গী। কিন্তু এর অবশ্যম্ভাবী ফল হিশেবে দেখা দিল পাঠ্য-পাঠকের সেই জগদ্দল সমস্যা। সমস্যাটা যে ধাঁই-ধাঁই হারে বাড়তে শুরু করেছিল সেটা ধরাও পড়ে যায় 'আরও কবিতা পড়ুন' ফেস্টুন হাতে চৌরঙ্গীর পথচারীদের কাছে চল্লিশের কবিদের হাত-পাতা আখুটিতে। বিষয়ের গরিমা বাঁতায় ঠুঁসে স্রেফ আঙ্গিকের দিকে মাত্রাতিরিক্ত ঝোঁকের ফল যে বাংলা কবিতার পক্ষে অশুভ হতে পারে তা যেন বুঝতে পেরেছিলেন কেউ কেউ। সময়টা ঠিক ৫০-এর মাঝামাঝি, বাংলা কবিতা তার সহজ-সুগম পথ ছেড়ে অচিরেই ন্যাকানাদা লিরিক আর আঙ্গিক সর্বস্ব শব্দচচ্চড়ি হয়ে উঠল।

ফলে, অনিবার্য ভাবেই ষাটে ঘটল সর্বস্তরিক তোড়ফোড়। ষাট, কেবলমাত্র একটি সময়চিহ্ন নয়, সময়ের গতরে ষাট ছিল একটি পিরেনিয়্যাল আঁচড়, এক প্রবল ঘূর্ণাবর্ত্ত — সত্তরে এসে যার পরিক্রমা সমিল হয়। বাংলা কবিতাধারায়, বিশেষত পঞ্চাশের ন্যাকাচিত্ত লিরিকবাজি আর কলাকৈবল্যবাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড অনাস্থা আর বিরক্তি গনগনে অমর্ষ হয়ে আছড়ে পড়েছিল ষাট-সত্তরের ঐ হাঙ্গামার দিনে, যখন প্রকাশ্য ডে-লাইটে ফুটপাথের হাড়িকাঠে গলা-ফাঁসানো পঞ্চাশিয়া কবিতার হালাল প্রত্যক্ষ করেছে কলকাতা। ন্যাকানাদা ধুতি-কবিদের ফুল-দুব্বো-ধুনো কালচারের বিরুদ্ধে আধপেটা ছোটলোক ভবঘুরে গাঁজাখোর চরসখোর তাড়িখোর রেণ্ডিবাজ কবিদের তীব্র সাবঅলটার্ন আর ডায়াসপোরিক কাউন্টার কালচার চাক্ষুষ করেছে দিনদাহাড়ে ব্যাংক-রবারির ফিল্মী কারকিতে। ছোটলোকদের ঐ ধরদবোচা অ্যাকশানে গাঁড় ফেটে গিয়েছিল প্রতিষ্ঠানের ধামা-ধরা ক্লীন-সেভড পাউডার-পমেটমপ্রিয় পঞ্চাশের কবিদের। তাঁদের ভয়-পাওয়া কাউন্টার-অ্যাটাক দানা পেয়েছিল এইভাবে যে, 'আত্ম অস্তিত্বের গূঢ়মূল আবিষ্কার, মৃত্যুর বোধ, অসুন্দর শয়তান আর পাপের ধ্যান একদল কবিকে একটি বিচ্ছিন্ন কুঠুরির মধ্যে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে' (শঙ্খ ঘোষ)। এবং, বুদ্ধদেবের হিক্কে-তোলা বোদলেয়রী বাতাবরনকে উচ্ছ্বাসভরে স্বাগত জানানো হয়েছিল। এতে-করে পঞ্চাশের ল্যাসল্যাসানি ধরা তো পড়েই যায়, চল্লিশের কন্ডোমফোলা ফক্কাবাজিও ফাঁস হয়ে যায় এক লপ্তে।

আশি ঃ দীপঙ্করের চারপাশ

আশির দশকের সূচনালগ্ন মামুলি 'সন্ধিক্ষণ' ছিল না। এর আগে পর্যন্ত বাঙালির সমাজ ও জীবন সংক্রান্ত ভাবনাগুলো যে খাতে বয়ে আসছিল, — সেখানে সারা ভারতভূম জুড়ে পলিটিকাল ডামাডোল ও বিচ্ছিন্নতাবাদী হুড়দঙের মাঝে, বঙ্গ কালচারের পীঠস্থানে হটাহট বাম-রাজনীতির শুরুয়াৎ এবং তজ্জনিত বহুবিধ উলটফের, ১৯১৭ থেকে দেখে আসা কমিউনিস্ট ক্রান্তির স্বপ্ন গর্বচভে এসে চুরমার, টিভির আগের প্রজন্ম ও পরের প্রজন্ম— বিজ্ঞাপনের ভাষায় 'জেনারেশন নেক্সট', এবং তথ্যপ্রযুক্তি তথা সাইবার বিস্ফোরণে মূল্যবোধের বিশ্বায়ন ঘটে যাওয়া — এসবের সম্মিলিত এফেক্ট হিন্দী ফিল্মের প্যারালাল আর মশলাদার ফিল্মের ক্র্যাকের মতো একটা মোটা দাগ খিঁচে দিয়েছিল আশির দশকে। আশি আর

তার পরের বাংলা কবিতার চিড় ফাড় করতে হলে এই প্রেক্ষিতটাকে আলচা-চোখে নজর রাখতে হবে। যদিও কলকাতা কেন্দ্রিকতার বহুধ্বংসী সমস্যাটা থেকে মুক্ত থাকতে হবে তারও আগে।

আশির দশকের লেখাপত্রে এমন কিছু পর্যায় আছে যার দরুন চলে-আসা এঁদো কাব্যযাত্রার সাপেক্ষে কেউ কেউ সিদ্ধি পেয়ে গেছেন। এই মুহূর্তে চটসে যাঁদের নাম মনে পড়ছে, এবং কবি ও সুললিত গদ্যের প্রবন্ধকার স্বপন রায়ের ভাষায় যাঁরা 'বিগত দিনে বিদ্যুৎপ্রভ আকাশিয়ানা থেকে নতুন চেতনায়, দ্যুতিময় নীলাভে যেতে' চেয়েছেন এবং অংশত সফলও হয়েছেন,— তাঁরা অলোক বিশ্বাস, জহর সেনমজুমদার, ধীমান চক্রবর্তী, নাসের হোসেন, নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্রণব পাল, মল্লিকা সেনগুপ্ত, রঞ্জন মৈত্র, রাহুল পুরকায়স্থ, শুভঙ্কর দাশ, শ্রীধর মুখোপাধ্যায়, স্বপন রায় ইত্যাদি। এঁদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যকে দশকের নিজস্ব হিসেরেও দেখা যেতে পারে। কারণ আশির দশকের কবিতার সমস্ত পেরেকচিহ্ন ধারণ করে রয়েছে মূলত এঁদেরই জীবনবোধ, মেধা, পাঠ, দার্শনিক অবস্থান, প্রজ্ঞা এবং প্রতিভা। অধুনান্তিক লিরিকহীনতার মধ্যে লিরিকতার 'নতুন চেতনা' এবং পুরনো শব্দের মেলবন্ধনে এঁদের লেখাপত্র হয়ে উঠেছে বাংলা কবিতায় এক নতুন ধারা।

নতুন 'ধারা', কিন্তু নতুন একটা 'অধ্যায়' গড়ে তুলতে পারেনি মুষ্টিমেয় এই ডজনের কবিতাচর্চা। যেখানে শব্দ দিয়ে কবিতা তৈরি হয়, তাই নতুন চেতনার জন্য নতুন শব্দেরও প্রয়োজন। পুরানো শব্দের অপরীক্ষিত ব্যঞ্জনা দিয়েও নতুন কিছু তৈরি করা যায়, কবি বারীন ঘোষাল যাকে বলেছেন শব্দের 'অসম্ভব ব্যবহার'; — কবি যখন প্রচলিত রীতি, ছন্দ-প্রকরণ এবং শব্দ শরব্যতায় শৃঙ্খলিত বা আন-ইজি বোধ করেন, তখনই নতুনের জন্য এই যাচনা জন্মায়, নতুন কবিতার জন্ম হয়। কিন্তু আশির সিংহভাগ বা সংখ্যাগরিষ্ঠ কবিদের লেখাপত্রে এই 'নতুন'-এর খাস নমুনা নেই। এঁদের কারণেই এখন বাংলা কবিতার পাঠক আরও কমে গিয়েছে। পাঠকরা মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছেন ঐ সিংহভাগ কবির কবিতা থেকে, যেখানে নিরূপিত ছন্দে ঝকাস্-ঝকাস্ অন্ত্যমিল দিয়ে মধ্যবিত্ত ভাব-ভালবাসা-রাজনীতি-সমস্যা-রোমান্স-স্থূল আবেগের কথা বলা হচ্ছে। কখনো সামান্য সূক্ষ্মভারে, কখনো একেবারেই গভীরতাহীন 'স্মার্টনেস' সহ। আর, দোষের দায়ভারটা অযথা লেপটে যাচ্ছে আশির দশকের সমস্ত কবির সঙ্গে। মানে, আহত হবার মতো যেটা, — ষাটের তিনুকমিজাজ শক্তমুঠোর কবিরা বাংলা কবিতায় ফর্ম আর কনটেন্টে যেসব ফেরাফিরি আর তরমিম আনলেন, মাঝের একটা দশক সাবাড় হতে না হতেই ফের পেটআঁটা কনস্টিপেশান।

এটা ঠেকনো দেওয়া একরকম অসম্ভবও ছিল। আজ বিশ্বায়ত মিডিয়ার সর্বগ্রাস আর দিনমানের স্পিড আমাদের বাধ্য করছে জীবনের তাবৎকিছুকে খবর-চলাকালীন তলায় বহমান হেডলাইন স্ট্রিপের মতো করে দেখতে। জাগতিক সমস্ত কর্মকাণ্ড থেকে মেন্টালি বিচ্ছিন্ন হয়ে গভীর কোনো কিছুতেই ইনভলভড হওয়া পুরোপুরি বানচাল হয়ে গ্যাছে। এরই অনিবার্য পরিণাম আজকের বাংলা কবিতার অনগিনৎ উপস্থিতি, যা শতাধিক টিভি-চ্যানেল তথা সহস্রাধিক মোবাইল টোনের ট্যাঁ-ট্যাঁর মাফিক থ্রি হানড্রেড সিক্সটি ফাইভ মিলিয়ন ওয়েব সাইট ন্যাভিগেশানের আরূঢ় প্লুরালিজমের আড়ালে শব্দের ওপর শব্দ চড়িয়ে শব্দের ক্রসব্রিড ঘটিয়ে একেবারে স্টিল প্রিভেইলিং কন্ডিশানে পয়দা পাচ্ছে এক-একটি ন্যাকান্যাতা কন্ডোম-পিচ্ছিল ঘোমটানো ঘরানার মাদি কবিতা। শাসনতন্ত্রের দমনকেতার সঙ্গে কো-অর্ডিনেট করে সাহিত্যের গিনাচুনা মধ্যবিত্ত প্রতিষ্ঠানগুলো গাঁ-গঞ্জ, জিলা-মহকুমা আর শহুরে ইউনিভার্সিটি থেকে তাজা-তরকা ব্রিলিয়ান্ট ছেলেমেয়েদের ধরে ধরে কবিতা ছাপানোর নামে ভ্যাসেক্টমি করে ছেড়ে দিচ্ছে বাজারে। তারা এখন স্রেফ শব্দ খায়, শব্দ হাগে, শব্দের চিনেপটকার পোঙায় ধূপকাঠি ধরে শব্দ সেলিব্রেট করে। এদের যে-কোন একটি চার ফর্মার কবিতার বই বিশ মিনিটের মাথায় হাত থেকে খসে রদ্দির বীনে সর্বদার নিমিত্ত থির হয়ে যায়।

পদচিহ্ন ঃ স্রোতের বাইরে দীপঙ্কর

আশির দশকওয়ারি ট্রেন্ডটাকে একাই পুরো গুবলেট করে দিয়েছেন দীপঙ্কর দত্ত। কিন্তু আপদের কথা হলো, কী গদ্যে, কী পদ্যে, — গোড়া থেকেই বাঙালির পাঠদাঁড়া এমন গেঁতো আর এঁদো যে 'ব্যতিক্রম'কে কবুল করতে বেজায় তরাস। রীতিবিরুদ্ধ কিছু দেখলেই আতঙ্ক, এই বুঝি আমার শাক-চাপা ভেটকি ঘুল্টে দিল। কোনরকম পরীক্ষার মগজমারিতে বাঙালি নেই, টেবিল সাজানো জং-ধরা মডেলগুলো নিয়েই তাঁরা অনন্যচিত্ত। দীঘা, বকখালি কি পুরী, এবং হাতব্যাগে রেস্ত থাকলে বড়জোর গোয়া। নতুন সমুদ্র আবিষ্কারই হয়ে ওঠে না কারণ পাঁজার তলায় বালুচর খোয়ানোর ভয়। নির্জন শৈলশিরায় সবুজ দেখতে না পেয়ে যেভাবে বিচি নেয়ে ওঠে ঘামে, অবিকল তাই, বাঙালির সমুদ্রপাড়ি আর হয়ে ওঠে না।

ফলত এঁরা, এই বাঙালি পাঠকরা দীপঙ্কর দত্তকে চেনেন না।

দিল্লিতে দীর্ঘ যাপন, কিন্তু নিশিকড় নন। বরিশালের গবরু জওয়ান। বয়স বিয়াল্লিশ। গঠিলা গড়ন, চোখভর্তি মাচিশ। কব্জি ডুবিয়ে খেতে ভালোবাসেন। নেহাৎ ভদ্রলোকের মতই খিস্তিখাস্তা। শঠ-জোচ্চোর-দাদালদের সঙ্গে ওঠাবসা কিন্তু নিজে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সৎ। শেয়ার মার্কেটের টেকনিক্যাল অ্যানালিস্ট। সামাজিক জীবনে মিসআন্ডারস্টুড, পারিবারিক জীবনে অসুখী, প্রেমহীন জীবন। থোবড়ায় শাস্ত্রবিরোধী সিম্পটম একটিও নেই যদিও অসম্ভব আড্ডাখ্যাপা, দারুবাজ আর গলা-খোলা কবিতার পাগলামিতে গোষ্ঠী চেতনার ছাপ পুরো বজনিশ। স্বশিক্ষিত, মেধাস্পৃহ, নিয়ত পরীক্ষার্থী, লড়াকু মেজাজ আর উত্তরমডার্ন মননের এই প্রবল অনুশাসনহীন কবি যিনি স্বীয় স্থা-বিরোধী কথাবার্তা, যেগুলি কখনও রাগী, কখনও জেদি, কখনও তির্যক, কখনও চিত্রল, বক্র ও বিধ্বংসী অথচ আশ্চর্য্য বিহারে গঠনমূলক একমাত্রিক ব্যঞ্জনা থেকে যা প্রায়শ হয়ে ওঠে বহুমাত্রিক ও দ্যুতিময়, — এমন একজন বিন্দাস কবিকে, এঁরা, এই বাঙালি পাঠকরা চেনেন না।

চেনবার কথাও নয়। কারণ কোনো থাম বা স্ট্যাচু নেই দীপঙ্করের। লেখা শুরু দশ বছর বয়স থেকে অথচ যাঁর উনত্রিশ বছর বয়সে বেরুনো প্রথম কাব্যগ্রন্থে কবিতার সংখ্যা একুনে ১০, দ্বিতীয় গ্রন্থে ৭, বছর পিছু চব্বিশ কি ছত্রিশটি নির্মাণ বড়জোর; 'জিরো আওয়ার', 'অ্যাসাইলাম', 'দিল্লি হাটার্স', 'শহর' 'কবিতা ক্যাম্পাস' আর 'গ্রাফিত্তি' বাদে ৭ নম্বর কাগজটি খুঁজে পাননি লেখার জন্য, সংখ্যায় এতই অল্প, বাছবিচারে এ-পরিমাণ খুঁতখুঁতে। কলকাতা বা শহরতলীর সিংহভাগ বাঙালি কবি যখন নিত্যি সন্ধ্যায় নন্দন-অ্যাকাডেমির ঘাসে গাঁড় ভিজিয়ে বছরব্যাপী মুনিয়া-চড়ুই-ফাকতার মাফিক শব্দসোদনে মেতে থাকেন, তখন ইনি, এই দীপঙ্কর দত্ত, শিলীন্ধ্রের মাফিক স্বীয় সংক্ষিপ্ত সৃষ্টি-ঋতুটির নিমিত্ত দর্ভটে এন্তেজার করেন। সম্ভবত এই ধাতের কবিদের দিকে ইশারা করেই একদা সুভাষ মুখুজ্জের স্যালুট ছিল এই ভাষায় — 'এমন মানুষ পাওয়া শক্ত / লেখা রাজ্য ঢুঁড়ে / এই নিচ্ছেন কলম এবং / এই ফেলছেন ছুঁড়ে।'

আশির কবি ও কবিতা বিষয়ে এতদিনে নিযুত সংলাপ শেষ হয়ে গেছে। তবু দীপঙ্করের কবিতা বিষয়ে বলার লোক জোটেনি। ক্বচিৎ মলয় রায়চৌধুরী, কখনো-বা বারীন ঘোষাল, — ব্যাস্, আর কেউ সামান্যতম আকলনের সাহস পাননি দীপঙ্করকে নিয়ে। রিভিউ করতে দিলেই বহু গাঙশালিকের পাইন ফেটে রক্ত বেরিয়ে গ্যাছে।

আশির ঐ প্রাগুক্ত দু-সাইডের ইউনিটারি আর লিনিয়ার কবিদের চুল, নখ, দাঁত, হাড়গোড় আর গুয়ের বু বাঁচিয়ে দীপঙ্করের কবিতার মূর্তিতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব ও দর্শনতত্ত্ব একজাই আলাদা হয়ে গ্যাছে। এটা যে শুধুমাত্র দীর্ঘ দিল্লিবাস, বা বাঙালির কলকাত্তাই কলা-পীঠস্থানের লিকুইডেশানে অংশভাক না হওয়ার

দরুন, এমন নয়। আসলে বাংলা ভাষার বেশির ভাগ কবির এক-স্থিতি, এক-ছবি, এক-দরদ, এক-মোহব্বতের সঙ্গে দীপঙ্করের কোনো সরোকার নেই। দীপঙ্করের কবিতার উৎস হলো তাঁর নিজস্ব অহংভূমি। কবির এই অহং-এ জড়াচ্ছে মেধা আর শ্রম। অহংকে যা স্টিয়ার করছে, তা ঐশীপ্রেরণা। এই প্রেরণা বা ইমপালস্-এর কারণেই কবিতা কখনো কখনো 'অসীম-নিরালা'-গোছের এমন এক অদৃশ্য লেভেলে চলে যায়, যেখানে বুদ্ধি অগম্য, হুঁশ লোপাট এবং যুক্তি স্থবির হয়ে পড়ে। এই যে লোকজগত থেকে অলীক স্ফিয়ারে চলে যাওয়া, বস্তু থেকে অসীমে, শব্দফেরে এটিই হয়ত অতিচেতনা। ইয়ুঙ্ কথিত 'আনকনশাস ডেপথ্' থেকে এই অতিচেতনার বিস্ফার। বিষয়হীনতাকে, শূন্যতাকে শব্দে ভরার এই কসরৎ, এই বুঝি দীপঙ্কর। এই যে বিষয়হীনতা, বরং একের পর এক ফ্ল্যাশ নিয়ে একটা সেমিওটিক ফ্লাক্স তৈরি করা, এটা বাংলা কবিতার চালু অনুশাসনের একদম বিপরীত। এটাই দীপঙ্করকে অন্য অনেকের চেয়ে আলাদা করে দিয়েছে।

শিলার-এর 'নাঈভ' শব্দটির সঙ্গে আজকের দিনে আমাদের ফারাক ঘটেছে। অধিকিন্তু হার্ট অব দ্য পোয়েট্রি বলতে অর্বাচীন মাতব্বররা যেটা বোঝাতে চেয়েছেন, তা হলো বুদ্ধি। শূন্যতাকে শব্দে ভরাট করার যে শ্রম ও মেধা, — 'বুদ্ধি'র সাজশ বিনা তার খোলতাই সম্ভব ছিল না। এবং, বুদ্ধির শ্রেষ্ঠ ফল ব'লে অন্যদিক থেকে বুদ্ধির অগম্যও বটে, যা নিছক যুক্তিহীন ও যুক্তিবিরোধী; নিক্তি বা মিটারে যার মাপজোক চলে না, যাকে কেবলি ধ্যান করা যায় — আক্ষরিক ও ব্যাকরণিক অর্থে আজকের দিনেও কোনো-কোনো কবির কিছু-কিছু কবিতা অন্তত এসব তত্ত্বের কাছাকাছি যায়। কবি দীপঙ্কর দত্ত সেই বিরলতমদের একজন।

পাথরগুলি জড় করে আগুন দিয়েছি। প্লেইসটোসিন ফঅনার শেষ ঘোড়ার লিঙ্গ থেকে পাংচারড পুঁয-পাউচ এক হলদে ঈষৎ ভোর এলো ধওলাধরের বুনো চিয়ারসকিউরো প্রম্পটে। সিলিং থেকে নাবিয়ে আর্শাইলের লাশ এখন দোল খাচ্ছে গেরোবন্দ পাইনের নেটনী হ্যামকে। ওয়েটার, হেয়, হেয় য়ু, কফির কাপটা একটা প্লেট চাপা দাও। নাজমাবানো, ইক নথনী গার্ল-নেক্সটডোর লুক আইটেম সি নশেলী তার মিডনুন খররাটা সিয়েস্তা যাচ্ছেন মঁসিয়ে। গোর্কি ওঠো, ক্যানভাসমুখী এক এসক্যালেটরের হামা ঢেউয়ানি বইছে ফারের লীফী আউটফিটে। .....

নথভাঙা-পাঠ যাকে বলে, মানে প্রাথমিক পাঠে শব্দের বিবিধ-ভারতীয় শরব্যতা ও তার ডায়াসপোরিক পরিপাটি দেখে বিলক্ষণ ধাধস লাগে, বুনন ও বলনকেতায় তাক লাগে, শ্রদ্ধা ডন মারে কবির বিদ্যাবত্তার কাছে, আর সারাক্ষণই পাঠকের মনে কী-যেন কী-যেন একটা ব্যাপার বেজায় ধাঁইপাক খায়। মনে হয়, সবই তো ঠিক আছে ভায়া, সবই ভালো, কিন্তু কবিতা কোথায়? এ তো শব্দের জগা, শব্দের জগঝম্প, কবিতা কোথায়? আসলে এটাও ঘটছে পাঠকের ঐ দুর্মর পাঠদাঁড়ার কারণে। দীপঙ্করের ঐ তথাকথিত ডায়াসপোরিক বা বিবিধ-ভারতীয় শব্দাবলীর দরুন, নিস্বনিত শব্দবুনন থেকে 'কবিতা'কে আবিষ্কার করতে সময় লেগে যাচ্ছে পাঠকের —

লাইলাহাইল্লিল্লাহ
হজরৎ বীর কী সলতনৎ কো সলাম
বী আজম জের জাল মসল কর তেরী জঞ্জীর সে কওন কওন চলে
মোর এক রেতের ভাতার যখন রেতকাবারি কোতলায় লুঙি বান্দে উয়া বৈঠা মোতে যোগিনী চৌষটের দুই হাজার আটচল্লিশ ঝিলিক এঁটুলি দাঁত তারে ছ্যাঁকে ধরে। কালীর ঝুমরার তালে চাঁদের এই কুহৈল খিলখিল শ্যাওড়ার জোনাক মিনসা তারার থান ওই মাতঙ্গীর রেতকালের ভিগা নাটকাপাস পেরোয়ে যেওনি এ জোনাক ভিরমি হেমেন ঠাকুরতারও ছেলো .....

আগেই কবুল করেছি কবিতা হচ্ছে কবির অহং-এর মৌল স্বরূপ। এবং এ কথা আজকের দিনে খুব ধূম্রবুদ্ধি পাঠকের কাছেও ক্লিয়ার যে, কবিতা প্রথমে নিমজ্জিত বা অদৃশ্য অবয়বে গড়ে ওঠে এবং অস্পষ্ট বা ধূসর হলেও কবি সেটা আগেভাগে দেখতে পান। কবি স্বীয় মগজ, বুদ্ধি, মেধা, পড়াশোনা, নিজের পরিপাশ এবং তাৎকালিক মনঃস্থিতির মধ্য দিয়ে তাঁর নিজের মতো করেই সেটা দেখতে পান। ভাবনার স্তরে কবি-দৃষ্ট কবিতাটি ক্রমশ দানা পাকায় এবং শিল্পকণাগুলি ক্রমে রূপ পেতে থাকে। কবি যেহেতু সৃষ্টিশীল এবং মননসম্পন্ন, ফলে কবিতা গড়ে-ওঠার পাতবিন্দু বা নোডাল পয়েন্টগুলিকে তিনি এনজয় করেন। এই মস্তিটুকু না থাকলে মালপানি-হীন এমন ব্যাপারকে রেওয়াজ করার পাগলামি মানুষ করত না। এরপর আসে থট-প্রসেস, যখন কবির ভেতরের শাদা কাগজে কবিতাটি লেখা হতে থাকে। সর্বশেষে কবিতাটি আমাদের দিনানুদিনের কাগজে ফুটে উঠলে পাঠকের এক্তিয়ার পর্বটির শুরু হয়ে যায়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে আমাদের টেবিলে দৃশ্যমান কবিতাটির আগে মূল কবিতার বেশির ভাগ স্তরগুলি বিবিধ প্রক্রিয়ায় কবির অভ্যন্তরে আগেই ভাঙাগড়া হয়ে গেছে। টেবিলে পড়ে-থাকা দীপঙ্করের কবিতা প্রাথমিক দৃশ্যে আমাদের কাছে এমন যে বেপোট লাগছে, তার মূল কারণই হলো দীপঙ্করের অভ্যন্তরে ঐ ভাঙাগড়ার প্রসেস। তার থট প্রসেস। তার সঙ্গে জুড়েছে দীপঙ্করের ব্যতিক্রমী ও একক শব্দ-শৌখিনতা, শব্দের লুকোচুরি ও ধরাবাঁধার খেলা, dandyism, যা একান্তরূপেই তাঁর স্ব-তন্ত্র, আপন তথা গোটাগুটি অ-স্বাভাবিক। এ সময়ের বেশির ভাগ কবি যেখানে 'সেন্টিমেন্টাল', দীপঙ্কর সেখানে আশ্চর্য-হারে 'নাঈভ'। শিলার কথিত 'নাঈভ' শব্দটি একা দীপঙ্করের জন্যই ফিরে এলো। এ কবি খোদ নিজেই 'প্রকৃতি'। প্রকৃতির জন্য এঁর কোনো ছটপটানি নেই। কবিতা বানাবার বিধিবিধান এঁর নিজস্ব, টেবিলে প'ড়ে-থাকা কোনো মডেল বা কলপুর্জা ইনি তোলেন না। কোনো রকম গতানুগতের মধ্যে না গিয়েও দীপঙ্করের মধ্যে নিজস্ব নিয়মের যে দার্ঢ্য, বুদ্ধিপ্রকৌশল তথা পরিমিতি জ্ঞান বিদ্য রয়েছে, তা তাঁর কবিতার একাধিক পাঠের জন্য আমাদেরকে খেঁচ মারে। বুদ্ধিযুক্ত আর ব্যতিক্রমী শব্দ-দুটো আমরা ইস্তেমালই করব না, যদি না দীপঙ্করের মতো আরেকজন কবিকে আমরা পাই, 'নাঈভ' কবিকে, যিনি নিজস্ব অন্তস্তলের নিয়মে ক্লাসিকমুখী অথচ বাইরে-বাইরে ভীষণ তোড়ফোড়িয়া।

এ-বাদে আমরা মলয় রায়চৌধুরীর এই মন্তব্যের সঙ্গে একমত পোষণ করতে পারি যে, দীপঙ্করের 'আমি' লোকটা ফিক্সড নয়, — ফ্লোটিং। *আগ্নেয় বসন্তের জাগলার* কবিতার নামটা এদিক থেকে জুৎসই। আইডেন্টিটির জাগলিং। 'আমি'কে দীপঙ্কর বলছেন ভোজবাজিকর। কবিদের দ্বারা এতকাল লালিত-পালিত 'আমি'কে তিনি এক ধাক্কায় গদি থেকে ফেলে দিয়েছেন। আত্মবিলুপ্তির এই সচেতনতা তাঁর অন্যান্য বিস্ময়জ্ঞাপক বৈশিষ্ট্যগুলির চেয়েও বেশি বিস্ময়কর। আলোচকরা যখন লস অফ সেলফ্ আর এলিয়েনেশন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলেন দীপঙ্কর সে-সময়ে আইডেন্টিটি-হীনতাকে প্রোজেক্ট করলেন, এটা সত্যিই কমেনডেবল। এই সাবজেকটিভিটির কারণেই তাঁর কবিতায় এসেছে আংগিক-হীনতার মহোল্লাস। মলয়ের মতে, *কাউন্টার ব্লো* পুস্তিকায় রেশ ভালোভাবে ডেভেলাপ করেছে ব্যাপারটা।

দীপঙ্করকে 'ডায়াসপোরিক' বলা হচ্ছে মূল বঙ্গভূম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দীর্ঘদিন লাগাতার দিল্লিতে বসবাস করছেন সে-কারণেই কেবল নয়। ডায়াসপোরিক মানুষের জীবনধারা ও মতিগতির বহু অলিগলি-সুড় ! দীপঙ্করের মনোজীবনের মধ্যে ধাবাড় মেরে আছে বলেই। জেনেশুনেই হোক বা অজান্তে, ডায়াসপোরার ব্যাপারসমূহ দীপঙ্করের কবিতাকে অন্য মাত্রা দিয়ে ফেলেছে, যা আশির দশকের অন্য কোনো মেজর কবির লেখায় একদমই আসেনি। মলয় সম্ভবত এই দিকটা খেয়াল করেই বলেছেন, দীপঙ্করের লেখন-কাঠামো, ক্ষমতার সনাতন অনুশাসনের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাত করেছে। তাঁর প্যারডি, ট্র্যাভিসটি, আয়রনিগুলোও সুপার্ব। যেমন রবিকে করেছেন *রভি*, ব্রাহ্মণকে *ব্রাহমন*, মা-রোনকে *মা-বহ্যান*। কিংবা *বোলবুলাবা, সুতরা*

কালো, বিকাউ, সলতনাৎ, হারামি কারতুত, তেলকা আস্বাদ ইত্যাদি। *অলংকার চন্দ্রিকা* গ্রন্থে আয়রনিকে বলা হয়েছে *বক্রাঘাত*। দীপঙ্কর যেটা করেছেন তা কেবল বক্রাঘাত নয়। তারমধ্যে অনেক মজা, খেলাও থাকছে। থাকছে মাজাকি, অ্যাবসার্ডিটি, অসম্বদ্ধতা, অসংলগ্নতা। দীপঙ্কর কাউকে পাত্তা দিতে বা প্লিজড করতে লেখেন না। যেমন ইচ্ছে লেখেন। খুবই ডেলিবারেট মনে হয়। বাংলা থেকে দূরে থাকার দরুন স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর বর্ণসংকর প্রক্রিয়ায় gener হয়ে যায় বহুআঁশলা, চপলমতি।

ডায়াসপোরিক কবি-লেখকদের চর্চার বেলায় একটা কথা মানতেই হবে — হয় নিজের অভিজ্ঞতায় নয় অভিজ্ঞদের গল্প শুনে, এঁরা বাঙলা সহ গোটা ভারতবর্ষকে অনেক বেশি চেনেন; এঁদের যে ভূগোল ও নৃতত্ত্বের জ্ঞান এবং অনিবার্য ভাবে এঁদের রচনাকর্মে জবরদস্ত মোহর দেখা যায় যার, তা বছরঘুরুনি কলকাতার চুনোপুটি মার্কোপোলোদের চেয়ে ঢের বেশি দুরুস্ত। ফলত এসব ডায়াসপোরিক কবি-লেখকদের শব্দের বাচ্চাদানিও তুলনামূলক ভাবে যথেষ্ট ফাঁপানো, অর্থাৎ ভরাট। দীপঙ্করের কবিতা পেলেই আমরা যে তৃপ্তিহীন ভাবে লাইনের পর লাইন ধড় ধড়িয়ে নেমে যেতে থাকি, তার কলল কারণই হলো ঐ অসীমায়িত ও বিবিধ-ভারতীয় শব্দের ঝুরি, — বুঝি গ্লিম্পসেজ অব ভারতবর্ষ ঃ

দরঅসল ধাউরের চোপায়ই বল
চুন্নীমাগীগুলানরে বাসে লামাও টেপাবি চেল্লাবি দশটাকা
এঃ ধমতল্লা এঃ হাওড়া হাওড়া হাওড়া হাড়কাটা গিজগিজা কাক
অভাবটা ভাতের
মা নাই মালসায় কেউচ্ছার ছিলুবিলু কে খায় কার হিম্মৎ সাপ ছাড়া
রানীরে কইলাম শুয়া আমি দুয়ার প্যাটের শত্তুর
জলে নাম নাম চোখে কাজল দিসনি
এক ছোঁক ফোড়নের কাশি লহমা দুই কি তিন
ধুঁয়ার গুলগুল্লা ম্যাঘ বরিষে দ্যাখ একচল্লিশ বছর —

ক্বচিৎ মনে হতে পারে দীপঙ্করের কবিতা শব্দের অহেতুক আড়ম্বর -ঝাড়, কবির কথ্য যেন অযথা মার খেয়ে যাচ্ছে শব্দের ঝালাপালায়। এ-আরোপ কিছুটা বনিয়াদ-যুক্ত হলেও পিরামিডের তুলনা মনে এলে সব মাফ-সাফ হয়ে যায়। আসলে হচ্ছে শব্দের বন্ধুরতা, সেটা আছে বলেই দীপঙ্করের কবিতা কোথাও বোর বা ক্লান্ত করে না। লং রুটের ট্রেনে বসে বাইরেটা যদি বৈচিত্রে ভরা না দেখি, মনে হয় ঘুমোই, ক্লান্তি আসে মনে। দীপঙ্করের কবিতায় সেটা আসে না। জিরোতে দ্যায় না। শব্দবুনন ও তার বয়নকেতা দেখে প্রতীতি জাগে। এক হাংরি বাদে, বাংলা কবিতার সংস্কার বা গতানুগতের কাছে দীপঙ্করের প্রত্যক্ষ ঋণ অতি অল্প, এবং সবচেয়ে স্পষ্ট তথা অকৃত্রিম ভাবে যার প্রতি তিনি অধমর্ণ, তা হলো খোদ দীপঙ্করের জটিল অন্তস্তল।

আরও এক যে-গুণে দীপঙ্করের কবিতা আমাদের খিঁচে রাখে তার নাম 'গতি'।

আর শেলকাল ফাইভ হান্ড্রেড এম. জি. দিনে একটা করে যেমন চলছে চলবে। ভাঙা স্পোকগুলোর একটা এম. আর. আই. করিয়ে কালকের মধ্যে আমাকে জানান। জাভা শেকার পরতো ফ্যা ফ্যা ঘুরতো! কলিমের শেডে একদিন রাত্রে দ্যাখা, স্ট্যান্ড ছিলো, বললাম এসো আমার একটা পেজ প্রায় বছর ঘুরতে চলল আধখ্যাচড়া এক বাঞ্চোৎ অ্যাডভান্স নিয়ে আজ আসবো কাল আসবো — আমি চাই তোমার হেপাজৎ, সেই শুরু আর আজ যারাই সাইটে আসছে হাওয়াইয়ান স্পিরুলিনা, শার্ক কার্টিলেজ, জিনসেং, কলোরেলা আর কামাল কা হুইট গ্র্যাস — কী রিপারকাশন! আপনি উঠুন বরং পরের জনকে পাঁচ মিনিট পরে আসতে বলে দিয়ে যান।

কবিতা চলেছে, আমরাও ভেসে চলেছি অনুকূল তালে, কবিতা মধ্যেমধ্যে যতি খাচ্ছে, ছন্দে থামছে অথচ পাঠকের হেলদোলের বিরাম নেই। এছাড়া, দীপঙ্করের কবিতা গোড়া থেকেই পোস্ট-জেনেরিক। শুরু-মাঝ-শেষ-বলেও কিছু থাকে না। এই কালখণ্ডের আরও কেউ কেউ সচেষ্টভাবে এটা করেন হয়ত, কিন্তু এ-বিষয়ে দীপঙ্করের ম্যানিফেস্টো একেবারে আলাদা। মলয় রায়চৌধুরীর মতে, বাংলা কবিতার ইতিহাসে দীপঙ্কর এদিক থেকে পথিকৃৎ। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, — এই আদি-মধ্য-অন্ত না-থাকাটা। এই খাসিয়ৎ তাঁর কবিতায় উত্তর-ঔপনিবেশিক ফ্র্যাগমেন্টারিনেস আনতে পেরেছে, যে-ব্যাপারটা একসময় ভারতবর্ষের লোকসাহিত্যে, পুরাণে ছিল। হাজার বছরের পুরনো ব্যাপার অথচ এটা আমাদের বোর করে না। তার প্রধান কারণই হলো, এর দরুন দীপঙ্করের পাঠকৃতি ফ্লোটিং সিগনিফায়ার ইন্ট্রোডিউস করেছে। আগের প্রজন্মের কবিরা তাঁদের রচনায় একটা ক্ষমতাকেন্দ্র রাখতেন, মানে, আধিপত্যবাদকে তাঁরা স্বীকৃতি দিতেন, দীপঙ্কর তা থেকে সম্পূর্ণত বেরিয়ে এসেছেন। তাঁর কবিতার স্পিড অত্বর ও সমলয়যুক্ত; যেন কবিতা শুরু হবার আগেই কবি জানেন তাঁর গন্তব্যস্থলটি কোথায়, এ বড় তাজ্জবকর ব্যাপার, গন্তব্যে পৌঁছনোর আগে অব্দি কবিতার নাও কোথাও তনিকমাত্র ঠেকে যায় না, আর ঘাটে ভিড়তেই, ভেড়া-মাত্র দড়িদড়ার তৃণমাত্র হল্লাগুল্লা না বাধিয়ে কুলীন বাড়ির বধূর মতো শালীনভাবে থেমে যায়। বড় অদ্ভুত!

সম্ভবত, বাংলা ভাষায় *পাওয়ারপোয়েট্রি* লেখার দায়িত্বটিও প্রথম গ'ছেছেন দীপঙ্কর দত্ত। তিনি চেয়েছেন র‍্যাম্পের বিড়ালীদের বর্ণাঢ্য আউটফিট ও লিঙ্গেরীয় ক্রিয়েশানে যৎকিঞ্চিৎ ডেপথ্ ঢুকে মালগুলো ইউসার-ফ্রেন্ডলি হোক। পাঠকের মেধায়, মজ্জায়, সংস্কারে, পাঠদাঁড়ায় খানিক হিট করুক। প্লেটো সেই কোন্ কাকভোরেই শিল্পে ইমেজ-ডিপেন্ড্যান্সের এই দিকটা পয়েন্ট-আউট করে গেছেন। যাঁরা নিজেদের অ্যাবসার্ড, অ্যাবস্ট্রাক্ট লেখাপত্র নিয়ে গুমর জাহির করে তাঁদের জন্য দীপঙ্করের কোনো ছাড় নেই। তাঁর সাফ কথা হলো ঃ অ্যাবস্ট্রাক্ট এক্সপ্রেশনিস্ট পেইন্টার জ্যাকসন পোলক ও আর্শাইল গোর্কির ছবির হার্ড-হিটিং ইফেক্টস্ আপনাদের নদী, পাহাড়, পাকদণ্ডী, জঙ্গল, পাখি, উচ্চিংড়ে, রেস্ট হাউজ, সানথালি নওকরানি, ক্যাম্পফায়ার, হ্যাশিস ও মালপাত্রের ইনানো-বিনানো ভার্বাটিম ইম্প্রেশনিজমের কাব্যভাবনাকে গুবলেট করে না; এবং আপনারা এই নিসর্গকে ধরতে চাইছেন ক্ল্যাসিকাল জিওমেট্রির লাইন, প্লেন, অ্যাংগল, স্ফিয়ার ও কোণ-এ। যা একান্তই রিপ্রেজেন্ট করে রিয়্যালিটির পাওয়ারফুল অ্যাবস্ট্রাকশন। কেননা মেঘ স্ফিয়ার নয়, পাহাড়রা শম্বুকাকৃতি নয়, আকাশের বিদ্যুৎ সরলরেখায় চমকায় না। অনাদিকাল থেকে পাখি-পড়ানো ঝিনুকে গেলানো শব্দের ঘিসাপিটা অর্থ ও আপনার কবিতার শব্দার্থের হরিহর আত্মা ক্রমাগত মেটান্যারেটিভসের জন্ম দিয়ে যাক সে কথা বলছি না। পতিত শব্দের উদ্ধার, শব্দ সৃজন, শব্দার্থ সৃজন, হাইব্রিডাইজেশন তথা একরৈখিক, যুক্তিগ্রাহ্য, আত্মজৈবনিক, ক্রোনোলজিক্যাল ন্যারেটিভের অবলুপ্তি এবং লেখক ও পাঠকের কনভেনশনাল, হায়ারার্কিয়্যাল রিলেশনশিপের পরিবর্তন শাসকশ্রেণীর এই দমন প্রক্রিয়াকে কাউন্টার করার এক অনন্যপায় প্রয়াস। যে কোনও ক্যাটেগরাইজেশনে গিয়ে না গিয়ে আপনার তসল্লি হয় হোক কিন্তু সিম্পটমগুলো নিঃসন্দেহে পোস্টমডার্নের। কিন্তু পাঠবস্তু যদি প্যাশনহীন হয়, প্যাশন ও চিন্তা উদ্রেককারী না হয় তো খ্যালা রেশি দূর এগোয় না। পাঠকবস্তুটিকে তখন খ্যামা দেওয়াটাই উচিত হয়ে দাঁড়ায়।'

তা, এই ব্যতিক্রমী কবির অনেক কথাই হলো। এবার পাঠকের পালা। যদিও এই বাবদ ধুয়ো ধরিয়ে দেওয়ার দায় মুখবন্ধ-লেখক এড়িয়ে যেতে পারে না। প্রশ্ন হলো ঃ বাংলা সাহিত্যে প্রথা ভেঙে যেখানে কিছুই হতে চায় না, এবং বাঙালি পাঠকের পাঠাভ্যাস যেখানে এতখানি এঁদো যাঁরা প্রথাবিরুদ্ধ কিছু দেখলেই আঁতকে ওঠেন, সেখানে দীপঙ্করের এইসব তুককসরৎ কতখানি তাঁদের বাঁতে সইবে? অথবা,

যাঁরা মনে করেন ক্ষমতাকেন্দ্র প্রান্তকে বরদাস্ত করে না, নিজের ত্রিসীমানায় ঢুকতে দেয় না প্রান্তের লোকজনদের, অথবা আরও সরাসরি ভাবে যাঁদের খটকা লাগছে একজন ডায়াসপোরিক বঙ্গপুঙ্গব বাংলার মূল সাধনপীঠ থেকে দেড় হাজার মাইল দূরে বসে বাংলার জটধরা বস্তিলোমের ক'খানাই বা ছিঁড়তে পারবে, — তাঁদের তরে বলি, বিশ্বের সব ভাষাতেই নতুন ব্যাপার-স্যাপার গুলো এভাবেই একজন দিয়ে শুরু হয় এবং পরে যা সংখ্যায় বেড়ে গিয়ে 'অনেক' হয়ে দাঁড়ায়। খোদ বাংলা কৃষ্টির পিলখানা, কলকাতায় বাঙালির সেই কঠিন-মূল্যের 'বাঙালিয়ানা' গুড়ের দরে বিক্রি হয়ে আজ কেবল ডায়াসপোরিকদের দাপাদাপি। কলকাতার অলিগলি রাস্তা রেলপার বাজারে আজ অবাঙালিদের বেশুমার দাপট। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ডায়াসপোরিকদের এলাকাদখল নতুন কিছু নয়। অতিপ্রাচীন আদি-অস্ত্রালদের সময় থেকে দ্রাবিড়, নর্ডিক, আলপিয় যে পারস্পরিক গলাবাজির রাজনীতি-প্রসূত আজকের বাংলা, তা আসলে অজস্র ডায়াসপোরিক হামলারই প্রতিফল। ১১ শতকের মাঝামাঝি পারিবারিক কলহের দরুন পালবংশ দুর্বল হয়ে পড়লে সুদূর কর্ণাটক থেকে এসে সেনবংশীয় অবাঙালি ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণরা বাঙলার মসনদ হাতিয়ে নেয়, সেটিই ছিল এ-ভূখণ্ডে একটি বড়সড় ডায়াসপোরিক হামলা। ১২০৪ খৃস্টাব্দে বখতিয়ার খিলজির আচমকা নদীয়া লুণ্ঠন ডায়াসপোরিক হাইব্রিডিটির সবচেয়ে তীব্র ঝাঁকুনি। আবার, ১৬৯৮-এর বর্ষায় ইংরেজরা মাত্র ১৬ হাজার টাকায় বাঙালি শেঠ-বসাকদের ব্যবসাঘাঁটি কলকাতা, সুতানুটি আর গোবিন্দপুর গঞ্জের জমিদারি কিনে নিয়ে তাদের দুর্গ এবং শক্তিকেন্দ্র স্থাপনের পর ক্রমে ক্রমে সমগ্র বাঙলা-দখল করল, সেটা আরও-একটি বড় ঝট্‌কা। তারপর, ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন গুরুবার নদীয়া জেলার পলাশী গ্রামের আমবাগানের ধারে মাত্র ঘন্টা তিনেক সোর্ড খেলে তারা একই সঙ্গে ভেঙে দিয়েছিল বাঙলায় মুসলিম রাজত্বের বনেদ আর বাঙালির মসনদী গুমর। যদি ভাষার প্রসঙ্গে ফিরি, কাঁচড়াপাড়ার ঈশ্বর গুপ্ত, শৈশবে মায়ের দুধ আর যৌবনে স্ত্রীর বাঁট না পেয়ে যাঁর অন্তস্তল ধূসর হয়ে গিয়েছিল, গরিব প্রান্তিকের সেই বাছা যিনি ইংরিজি তো দূরস্থ ঠিকঠাক বাংলাও শেখার চান্স পাননি,— স্রেফ স্বীয় বুদ্ধিবলে এবং বাওয়ালি মেজাজের দরুন কলকাতার এলিট আর কৃষ্টিদেবতাদের ফলমণ্ডি তছনছ করে দিয়েছিলেন, তিনিই যে বাংলা ভাষায় প্রথম ডায়াসপোরিক লেখক কে আজ সেটা কবুল করবে?

কেউ যখন ভাষা দিয়ে ভাষার প্রথা বা সিস্টেম ভাঙতে নামেন, সর্বাগ্রে তাঁকে প্রথা বা শাসনগত ভাষাটির পালটা জবাবে নিজের 'নতুন' ভাষা তৈরি করতে হয়। ঈশ্বর গুপ্ত বা দীপঙ্কর দত্তরা শুরু থেকেই সজ্ঞানে যেটা করে থাকেন। আর, সেখানে কবিতা, অর্থাৎ চেতনা হল একটি মেধাসম্পন্ন আয়না। কে পরে টিঁকে থাকবেন, আর কে মাঝপথেই ধাবাড় মেরে যাবেন তার ফোরকাস্টিং নখদর্পণ। দীপঙ্কর দত্ত যদি ভেবে থাকেন এবং আশা করেন— যা তিনি লিখছেন, যেভাবে লিখছেন, অর্থাৎ তাঁর ভাষার নিজস্ব প্রস্তুতি, ধরতাই, যাবতীয় বিক্ষেপ, ভাবনার প্রতিটি প্যাঁচ এবং পট্‌কে দেয়ার এনট্রপি একই ভাবে তা একদিন না একদিন অবশ্যই শিক্ষিত পাঠকের মগজে অভিঘাত দেবে, যা তাঁর অভিপ্রায়ের সমতুল, তাহলে তৃণমাত্র ভুল ভাবছেন না।

অজিত রায়

আগ্নেয় বসন্তের জাগলার

দরোজা বলে কিছু নেই। ঘড়ির বিন্যাস ভেঙে উত্থিত দোলো লাশ বিকৃত জঙঘার খিলান ছুঁয়ে রোদ রৌদ্র রাত্রির হ্যাভারস্যাকগুলি ধৃত ইতিহাস ঝরে পড়ে প্রাকারে পরিখায় বাতাসের দ্বিতীয়ক ঝাপটে ভোজের উদ্বৃত্ত মুর্গা শকুন মাংস ছালছোল বিষ্ঠা বদবু পরিদর্শনে এসে দ্যাখো খামার জ্বলছে ক্ষেত আধপোড়া ভাইপার যেনো জায়মান খাক নিয়ে ছাটায় দাপড়ায় ফুৎকারে লাশ কেঁপে ওঠো কিছুক্ষণ কিছুকাল—

বাইরে লাউঞ্জে আজ বৈকালিক ওয়াঃ তাজ ওসব ঝুগ্‌গী ঝুপড়ীর কথা ছাড়ো বরং ওই দুই ধর্ষিতা নান... আহাহা তাক্যানো তাক্যানো, বিষয় মাহাত্ম কারোরই কম নয় কার্সিনোমা নিয়ে বাম স্তন নেমে গেলে দক্ষিণ যদিও পূর্ণায়ত তবু মরদের অপসারী পেশল পাঞ্জা বরং কচলায় স্মৃতি মাগী, সোডোমাইস্‌ড বাই হার ওউন চেস্টিটি ভাদুরে ব্লাড-হাউণ্ড নিয়ে চারপাই কোঁকায় গোশকট কার্ল-মার্ক্স আমি এভাবেই বুঝি ইফ য়ু ডোন্ট মাইন্ড ঠান্ডা হয়ে যাবে চা-টা ছেঁকে ফ্যালো কাপে—

প্রি-ক্যাম্‌ব্রিয়ান পৃথিবীর রাত নরক জ্যোৎস্না ঢেকেছে জ্যাবড়া জ্যাবড়া ঘোর পিঙ্গল মেঘ তবু পাথর ও রাত্রির এই ডিউরিপ্যাট্রিক লুতাশ্লেষ্মার ঘুম লুঠেল জিভে দিগ্ধা গান গায় রোমহীন হাউন্ড লেহিত ঘেয়ো যোনি উগরে যায় শিশু স্বপ্ন প্রেম এসো, বাইরে এসো নিরৌদ্র কুঠরীর পাঁজর পলেস্তারা আঁকড়ে উদ্বেল মানিপ্ল্যান্ট বুকে ভূপৃষ্ঠ হাঁটি দিগন্তে, বৃষ্টি অভিমুখীন—

লোফালুফি খেলতে খেলতে একটি গোলক ছিটকে বরফের ওপর দিয়ে বরফ গিলতে গিলতে স্ফীতকায় কুত্তায় টানা স্লেজে মাদারী ছুটেছে পিছনে, বেনাগাল যা যায় তা ফেরে অবশ্যই আগ্নেয় বসন্তে জাগলার স্লেজ, কুত্তা, মাদারী, হাবাকালা চাটুকার ভ্রাতাসহ থলি শূন্যে উঠেছে "খ্যালো খেলতে থাকো, ওয়াণ্ডরফুল, হাঁ হাঁ — ক্যারি অন—বাক্ আপ বাক্ আপ..."

অ্যাম সরি জানি একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে, কিন্তু স্যার, উস্কানিটা আমি এভাবেই দেই এবং দেবো কারণ আঘাৎ বলতে বুঝি Death blow, Coup de grace. বাড়িতে হানা দিন, মা-ঝি ফেঁড়ে যান, বাবাকে থাপ্পড় রাস্তায় ম্যাটাডর থেঁৎলে যা এক পা দুসরা পায়ে অপাহিজ দেওতা-অন্নদাতা এবং জিঘাংসা দুই কষে হিঁচড়ে ট্রেলপথে হাঁকাবো পৃথিবী খুদগন্ধী কুয়াশার ব্রা-য়ের আড়ালে ছ্যাঁচামাই আঁতুড় পিঁচুটি পেট্রল জবজবে শিশু টোকা মেরে জ্বলন্ত কাঠি ছুঁড়ে ফেলি—

ফ্লটস্যাম

কশে চাবুক মারো,
চিড় খাওয়া জল মুহূর্তে জুড়ে যায় ফের
শুধু কোপানো, খোবলানো পিঠ, পাছা ও পাঁজরগুলি
হাঁ হয়ে থাকে
ব্যাসিলাসময় রৌদ্রের সিরাম, নোসোডগুলি
ছুঁয়ে যায় জায়মান বীজ —

ধাতব নৈঃশব্দের ভার্টিগো, নিউর‍্যালজিয়া নিয়ে এখন
মেশিনরুম থেকে পথে —
অপর প্রান্তে ধ্বংস স্যানাটরিয়াম,
গোধূলির আগ্নেয় বলয় বেষ্টনে কাঁপে কিউমুলো-নিম্বাস;
ক্ষিপ্র চাকুর মুখে রূপোলী প্লাকয়েড আঁশ
উঠে আসে স্নায়ব স্বপ্ন —

তোমার বমি ও ঝড়ের টেক্সট্ ও গ্রাফিক্সগুলি
যদি মড়কের মতো নগরে বন্দরে
ইস্পাতধৃত রাত্রির শূট-অ্যাট-সাইট প্যারাপ্লেজিয়া
ব্যারেল দু'রগ ছুঁয়ে
কোঁকে, অণ্ডে সবুট লাথির মায়ায়
আদি ঘাসের রিক্ত প্লাসটিডে জমে রক্ত-গ্যাঁজলা —
"অপাচ্য হাড়-গোড়-পাথর — যা কিছু উঠে আসে
গিলে ফ্যাল্ ফের –
ওয়াক তুলবি ক্যানো, ক্রীতদাস ওয়াক তোলে না...!"

তোমার হ্যাপ্লয়েড পৃথিবীর নিউক্লিয়াসে এখন অতীন্দ্রিয় আলো —
ক্রাচে, হুইল চেয়ারে, স্ট্রেচারে যে কোনও
করিডর পথে তুমি যাও,
এখানে বসন্ত আজ; দু'স্তন ওপচানো দুধে
নার্সের অ্যাপ্রণ ভিজে গ্যাছে —

নখ

মৃৎলেহী আস্তর কুয়াশা
বাড়ি খাওয়া তীব্র বেসবলগুলি
ন্যক্কার স্বপ্নের ভেতরে যেভাবে জাগি উঠি
ক্যাট্‌স প নখরের তীব্র গোধূল দ্যুতি যা অসহনীয়
মুখোশ আড়ালে যাও অথবা অ্যালিগরি শুধু
পোকাদের নিরতিশয় প্রেম ও কোটাল এই রাত্রি
ক্রিটেশাস অতিক্রান্তা লিনোকাট খোদিত শূন্যতায়
উঠে আসে টার ট্যানিন তিক্ততা—

লালমেহ সেরে উঠি থর্ন অ্যাপল
স্রাব এখন গাঢ় আঠালো টেনে থুক ফেলি
থুঃ প্রতি জালে স্প্যাসটিক মাকড় বাচ্চার থরোথরো
মেঘ অ্যামিবীক অপসারী জলভূম ছায়ার
পলায়নপর আজ রোকো
যেভাবে অনাটনে ধাতু চিবিয়ে খেয়েছি
বিসমাথ বমন-শেষ কাট ওয়াকের বিষ প্রাদাহিক কোঁক
মারো লাথিয়ে যাও তবু উত্থান দ্যাখাবো এই জুরুয়া রাত
ছুরিকা ডগায় তীব্র ক্যাফিন
আবাঁট নিমজ্জনে জৈব তাপ এই ঘুলিয়ে উঠছে
ওহ্ কাম অন য়ু বীচ প্রিয়তমা
যে শাবক কামনায় শিশ্ন এই প্রবেশ করেছে তার তরে
আগুন আকাশ জল দক্ষিণে বামে বায়ু ও ফেরাম
শুধু গতিপথটুকু লোট লোট শ্লেষ্মিক পৃথিবীর খ্যালা
দশ ক্ষিপ্র নখরে
জাগো
কনিক্যাল আগুন ওঠে ওই ধূসর দর্পণে—

জ্যাভেলিন

কখন প্রহরী বদল হয় জানিনা,
সমস্ত রাত শুধু করিডরে একটানা
ভারী বুটের আহট্ অসহ্য ওফ্
মাটির হল্কা ভাঁপ
মারমুখী ক্যানভাস জুড়ে যেন সুইংডোর
সজোরে কশাও লাথি বাড়ি খাওয়া ক্ষিপ্র
বেহায়া কপাটগুলি ফিরে আসে ফের —

এইভাবে ছবিগুলি আগুনে জিয়াই
নরকের মেঘ-মিউকাসে স্বপ্ন পশম বুনেছে প্রেত
দাউদাউ আক্ষেপিক ছায়া মুখে, বলিরেখায়
দংষ্ট্রায় আমি উঠি,
যে অবাধ আস্তর কুয়াশা সিলিণ্ডারে রৌদ্র
পাথর ফুটেছে, লুটমার, খুন ও জুয়ার
গলিত হল্লা
কয়েক পা দৌড়ে এসে আমি সজোরে ছুঁড়ে
দিয়েছি জ্যাভেলিন,
যেখানে দৌড় শেষ,
যেখানে ফলায় প্রথম খুবলে গ্যাছে পৃথিবীর মাটি
জ্যোৎস্নার পাণ্ডুর সেই ক্ষীণ ব্যাবধানটুকু মাপো
যখন বর্শা আরও দূর ভূপৃষ্ঠে বিঁধে আছে

যা আজ আবার উত্থিত হয়,
উখরে আছড়ে পিযে যায়
এইসব বায়ব ছেনালী, রাত্রির সশস্ত্র প্রহরা —

পাঠক্রম

বরং জাগিয়ে রাখো
কোঁকে অণ্ডে সবুট লাথাও ফের ঘুম
বিষ ঘুম থেকে কাল সমস্ত রাত এক
ভৌতিক ডট্-ম্যাট্রিক্স থেকে রোদ উথলে পড়েছে
এই বীজঘ্ন ভোর
ট্রেকিয়ার লোট লোট কুয়াশার ক্রুপ
স্রাবিত পথ ঢিল কার্ফিউর ষ্ট্যাম্পিড পশার দু'হাতে লুটেরা,
মায়োসিন হ্রেষায় ছুটেছি পেছনে
ঈশ্বরভূমি পুরোহিত পাল পাল নুলো
দেবনাগরী খোজা —

প্রতিক্ষিপ্ত ধুল বাতাসের টানে কাশি ওঠে
বমি দু'দলা শ্লেষ্মা
আচার্য বাইরে আসেন
নৃমুণ্ড বিগ্রহ ঘিরে বেশ্যা বালিকা টক রুটির
কোয়েসিয়া যে আকাশ ব্যাপ্ত করেছে
ভলকে ভলকে ধূম ছত্রাক উঠে ঢেকে দেয়
শুদু রৌদ্র, মহাপ্রান্তর জুড়ে খাক
ফনা-ফ্লোরার পিণ্ড ঘোর চারকোল ছুঁয়ে
এঁটো পাঞ্জার ছায়া
চোষা চাবানো হাড় হাড্ডির বিষণ্ণ স্তুপটুকু মুঠো করে
কুকুরও নেই, কোন বিদ্যোৎসাহী
ভাঙা চতুষ্পাঠী জুড়ে আমি একাকী পিশাচ
অহো আচারইয়,
পাঠ নাও
অঘ্রাণ বিষিয়ে ফসলের নব ইস্থেটিক্স এনেছি —

দ্বিষৎ

ঘুম আসে
রৌদ্রের সিরাস ঢেউপুঞ্জের যেভাবে অ্যাফোনিয়া
স্পুনফুল দোমড়ানো চীজ এই জানালা, স্কাইলাইট ভেদী
দুই চোখে শ্বেতাংশে ধূমল জ্যাবড়া জ্যাবড়া
জুম করে দ্যাখো রক্তে টক্সিন
আঁজলায় ফ্লিন্ট্স্ মারমার রাম মেমারী মতো মুহূর্তকাল
তারপর স্রোত উদ্বেল এসে নিয়ে যায়
দুর্গম রাত্রি রৌদ্র কবলিত ক্ষীণ দগ্ধাবশেষ —

শোনো শীতরাত্রি ক্রমে ঘন হয়ে ওঠে
ধ্বংস ক্যাকোসোমিয়াম পাশে আজ মধ্যরাত নিঃস্বপ্ন
কুয়াশার আস্তর কাফন ছিঁড়ে আকাশ
নামিয়ে এনেছি কোটি আলোকবর্ষের তারা
কারসর ব্লাড-হাউণ্ড চোখ জোনাকির বাগান হেসপেরাইডিস
জুড়ে ভুখ দেবশিশুদের খ্যালা
পীত ঘাসময় ছায়া এক্রোমেগালি 7up ফাউস্টের ধ্বনি
ক্রিটেশাস পাথরে প্রস্তরে দ্যাবা পৃথিবী মিথ্যে
শুধু এই রোল শিশু দেবশিশু
ট্রালা লালা জুম জুম ইয়ুন হোয় হোয়
ট্রালা লালা জুম জুম ইয়ুন হোয় হোয় —

ওপার স্তব্ধ জনহীন
বেনেডিক্ট্স্ সিনড্রোম এই তীরে
সিলিকার স্তর থেকে উঠে আসে
মেঘের বিকৃতি জিশাস, টেগোর, টেরিজা, ড. এলি জি. জোন্স
খুব চুপিসারে উঠি আততায়ী
যে পথ অগ্নাভিমুখীন শিশু অস্থির স্তুপ চেলো চারকোল
বিকেন্দ্রিক ঝড়ের দেবীরা নিঃসৃত যোনি জল জলজ স্বপ্নের রাত
যা সুরার পরিবর্ত ঢালি গেলাসে গেলাসে
দ্য লাস্ট সাপার এসো
ঘনিয়ে উঠছে বালুকার ক্ষণ বন্দরগাহ্ —

কাউন্টার ব্লো

❑ সংঘারামের ওপর চাঁদ নেই
দোজখী ভায়োলেট ট্রায়্যাং রেকট্রায়্যাংগিউলার মুঠো বাতাস ছুঁড়ছি
গেহুঁ আনাজের গোলা ঘেঁটিতে দাঁত হ্যাঁচকার দাউ
গাছড়া ভিড় ভেঙে ফিনকি এই শস্ত্রে কার্ট্রিজে
দশটা ছত্রিশে প্রোটেরোজোয়িক শেষ হলে মদ ও মাতম
জানোয়ার ছালের ডুগডুগ পাথর যুক্তাক্ষরে শাটল
এই গান আর নাচ আর প্রেম আর কাম আর মদ ফের মদ আর মদ
মাটি গুল্মের মা
নোখের ফোকর দিয়ে ভেষজ অ্যাকসেন্ট স্নায়ু থির
গাছালির ফাৎনা নড়ো যে হও সে হও শালা ঝাঁঝরা করে দোবো—

❑ ক্রাচে কখনো স্টেপেজ গেট-এ তৈমুর
বউ ঝি জেবর দেওতার খাবলা লুটমার
ভূম স্প্যাসটিক ঘোড় ক্ষুর নিচে বেজুবান চোখ গ্যালো
আগুনের ছুঁচকাজ তুষ তলে ওঃ জীও হে আগুন
কাঠ কুটোয় রাতভর খুন সেঁকি
ঠাঁই ঠাঁই ছাপরা খাপরা এক চাল নিচে জড়ো গুর্বোর সলতনাৎ দ্যাখ
চটা স্বপ্নের থেকে জোঁক খসে মুখে নুন যারা ফেউ
মিসিং লিংক এই অমা
সেলুলার প্রেম এন্তার ভিক্ষুরা একে অপরের দিকে গতিপথ—

❑ এরা ফ্রীজে কি বীয়রও রাখেনা
ফাক্ শুঠো বার্গারে বোবায় ধরেছে
মলমূত হাড্ডির ঘিলোনা স্যাঁতস্যাঁত মেঝে
তন্দুর হল্কার দিকে প্যাসেজ যত বেঁকে যায়
আমার বুট আহটে তত জান
সাকরেদ এ ট্রেঞ্চ নয়
বুক হাঁটা কোব্রা শীৎকার দিন শেষ স্রেফ চীৎকার
স্রেফ গ্রেনেড জাগলিং
লাথাও দরজা ভেঙে পড়ে
বিজবিজ কিউলেক্স হুলে ওঃ জ্বলে গ্যালো থাপড়াও
ক্ষার খোল শিকাকাই টাবে নাঙ্গা ফিরোজা
বাঁদিরা ভাগো জিপ খুলি
হারেমের স্পীকারে স্পীকারে শঙ্কা
পাঞ্জার আওতা ফাঁকিয়ে মুর্গার হামামভর ঝাপট
কঁক কঁক কঁক কঁক কঁক কঁক কঁক কঁক কঁক .....

সেডিমেন্টারি নাইটমেয়ার

❑ হ্যাজাক থেকে রোদ্দুর স্লিপ অব টাং ঠিকরে এসেছে ভল্লের ছ্যাঁদা জিভের ভেতরে পিচ ফিতা পথ বায়ু ও আগুনে সেঁধোয়ে সেঁধোয়ে যে জ্যাবড়া উন সিন্থেসিস তার বাজারু পাজল থেকে পা নামে বর্গী বিভুঁয়ে দুই শুন্যকে মডেমে গেরো ঠুসে হেঁইও লাবডুব চাকুর ছাৎকুঁড়া ব্রাশ করে অ্যাসিড কুল্লার থুক গেলো আর অন্ত্র ঝলসে ঘাও রং মেঘ ময়েশ্চার ক্রমে টেপ ওয়ার্মের জিদ চিমনি কামড়ে ভুসো ছেঁকে ফ্যালে প্রতিটি অচ্ছদ—

❑ খিদেয় ঘাস আগাছ গিলে এখন টোকো সবুজ হড়হড়ে বমি মাছিও ছোঁয়না শুধু রৌদ্রের এককোষী বাঁজা প্রহরগুলি আজ রাতে মা হয় তাদের অপত্যকোষের খুদকুঁড়া গান আর ঘাসবমির শ্বেতসার ঢালুপথ বেয়ে ভো-কাট্টা ভুখ কুত্তার পাল স্বপ্নকে নিষিক্ত করি কমরেড তোর ত্রিশ বাই ত্রিশ পার্লার ব্লাইডে হাউণ্ড থাবার ক্ষিপ্র রোদকে হিঁচড়ে ক্রুর টেবলে পশারে যাকে জাগাতে চেয়েছিলি বিষঘুমে নেতিয়ে মরেছে একা অ্যান্টিডোট দমকা ঢেউখেলি শ্রাউড তাড়ুয়া মুখের মাংস পচে খসে হাড় স্রেফ শ্লা শনাক্ত পারিনা বসে থাকি ইডিয়ট গাণ্ডু বুরবক—

❑ চোখগুলি উপড়ে ধুয়ে জামরুলের মতো ফাটা পোর্সেলিন টেবল চুঁইয়ে এর ওর তোর মৌর্য লুৎফা ন্যাপকিন সিরিঞ্জ কনডোম যা কিছু ডিস্পোসেবল মেঘ মহেরবান জল ও ইল্লোতের পাঞ্চ সুরুয়া আহাহা চাবুক দে চাবুক দে চাবুক ছ্যাঁচা মাংসের ডোরা চিমটার ধুঁদুল উল্কি বরং খুলে থো বুশশার্ট রাত্রি ১টায় কর্কট লগ্নে পুনঃ যযুর্বিবাহ শাড়িকে লেত্তির মতো হ্যাঁচকা হ্যাঁচকা ডাইন ব্যালেরীনা তীব্র লাখ পাক দ্যুতির ফিনকি চোখে মুখে দেওয়ালে ক্যানভাসে—

❑ ঠান্ডা কাদার ভেতরে শুয়ে আছি কাদার চিড়বিড় ডেলিরিয়াম শিরায় নক্সী জ্বর কঙ্কার ঠাস কব্জায় জ্বর আর ওয়াক আর জ্বর জিভে তেলকা আস্বাদ বরং গীটার শব্দে ক্রুপ ঢাক দুপুর উপর্যুপরী চাদরে গিঁট গাঠরীর ঘূর্ণি বোঁ জলে ডুব দেয় হাই ডারলিং কার্তুজ ঢেরের পিছে পাইন্টটাক তীব্র কোহল আয় সেলিব্রেট ঘেয়ো রাত রক্ত উৎকট যৌন পেজিং স্টেরিল ধূল ঢেলার ওপরে ড্রামের স্টিক তরল ত্রিশ লাখ বচ্ছর পর বৃষ্টি রোমপথে চুঁইয়ে নামছে খোবলানো বেজান প্রতিটি শরীরে রাত দাগড়া ঘাও গভীর ওফোঁড় হলে তারার নিঝ্ঝুম কু সারপ্লাস আগুন নিয়ে লড় লড়ে যা হারামী চাদ্দিকে জবজবে আলগা পাথর যদ্দিন না থ্যাঁৎলাস কোঁথ দে ইয়েস ডক্টর ইৎস আ কেস অব সীভিয়ার অ্যান্টেপারটাম হেমরেজ ডিয়ু টু প্ল্যাসেন্টা প্রীভিয়া ছ ঘন্টার ব্লাড ট্রান্সফিউশন আর ড্রিপ অক্সিটোসিন মৃত বাচ্চাটির ওজন প্রায় ছয় পাউন্ড ইয়েস, দুধ টানছে—

ব্রেক টু গেন অ্যাকসেস

ঘটনাটা এই যে আমি
যতবার বোঝাতে চেয়েছি যে আপৎকালে
ওসব মায়া-ফায়া দ্বিধা ঢ্যামনামো
ছেড়ে দিয়ে যা ভাঙার তা দ্রুত ভেঙে ফেলতে হয়
ততবারই তাদের হো হো আর হি হি আর
আব্বে চুপ!
আমাকে চুপ করিয়ে দিয়েছে
এখন যখন ঘরে আগুন লেগেছে
আমি দেখিয়েছি
কাঁচের একেকটি বন্ধ খুপরীর ভেতরে অ্যালার্ম
লিফটের বোতাম, ট্যাপ আর ক্যাম্বিসের গোটানো
মাইলটাক পাইপ
শাবলের পেছন দিকটা দিয়ে
ঠিস্
ঠিস্
ঠিন্ শব্দে ভাঙো
হ্যাঁচকা হিরহির পেতল নলের ওই হাঁয়ে বসাও
প্যাঁচ খোলো দ্যাখো জলস্রোত কামাল
তারা দেখছেনা তা নয় দেখছে কিন্তু ঠায় দাঁড়িয়ে
কাঁচ বাক্সের ভেতরে যেই কে সেই শীতঘুম
বাষ্পের মতো চুঁইয়ে বাইরে চোখগুলি বুঁদ হয়ে আসে
আগুন ছড়াতে থাকে
হাতের বাইরে চলে যায় আগুন—

নিষাদ

আঙুলগুলো খসে গ্যাছে
ফলে রীড লাফিয়ে উঠে এখন সুর বন্ধ
কিছু কাল
ফের এক হাত বাতগণ্ডের শুকো শিরার ইকির মিকির
ছেঁকে ফ্যালে হারমোনিয়ম
আর পা জঙ পেরেক খোলাম টুকরোর রদ্দি
খেত কে খেত কঞ্চির ঝোড়ো দৌড় ফসকানো
বেপুছ ঘয়লা
তো আজ দুপুর ঘুড়ির পাঁজর ও কাঁচ মাঞ্জার শিরণি
যাতে মাড় আছে কার্বোহাইড্রেড গিলেগুলে একসন্ধ্যা খাই
এক দূর সম্বন্ধের রোদ যাকে ওই খেতের ভেতরে
কাঁকই আঁচড়ে উঠতে দেখি দেখতে দেখতে আমাদের
খোড়ো চৌখুপীর ভেতরে জিনের ভেতরে লৌকিক ফোটন ব্যাখ্যা
সংশ্লেষ ও আলোকবর্ষীয় তাপৎ মাপজোকের ভেতরে
ঢোকে
জ্বলে
জ্বালে
আর খলখল করে
আঙুলের বাদবাকী মাংস গলে ঝরে গেলে এখন
কোনও দ্বন্দ্ব নেই হাপিত্যেস
হাড়ের রীড আর হাড়ের নিয়ামক শুধু
আগুন সুর হয়ে শ্রাব্য হয়ে ওঠে —

পোতাশ্রয়

আমাদের রাণ্ডিরা স্যাঁতস্যাঁতে ফিরে এলে কোক ও টার্কিশ
শার্শির ফাটা মাকড় চৌহদ্দি পিছে ব্রাউন টেপ
ফাঁকে আদ্যাখলা ঢেউ আর বোঁটকা পমফ্রেট
মেঝেয় ঢের লাশ ঢের টিবিয়া চপস্টিক অন্ত্রের হ্যালহ্যালে নুডলস
ঢেউয়ে ঢেউয়ে রাত্রির ঊনকোটি হাঁ রোদ গ্রাস হলে
বন্দরে নিভু নিয়ন, নৌভূত, জাহাজের প্রেত
ছায়া ছায়া খালাসী কাপ্তান
আর মর্গ থেকে নেমে
কখনো জল থেকে কখনো জলের দিকে ক্যাটওয়াক পুষ্যি রাণ্ডির
দাঁতে চাকু অতর্কিতে হিংস্র লাফাও
মুত ভুসো ধূল বিচালির জেটি আজ ভোগ নয়
খুন
বেজন্মা দল্লার ত্রাস ভাগ ভাগ শালা পরি কি মরি স্ট্যাম্পিড —

একেকটা রাত আসে ঝড়ের লাগাতার দমকা কবাটগুলো বেকবজা
ছিটকে যায় অথচ জল নিরুদ্বেগ
জল থেকে ক্রীস্টাল গীটার গা-ঝাড়া
স্টিল স্ট্রিং স্টিল নোখের খামচি ধুনারী এই পপ্
প্রতিটা জাহাজ তার প্রতিটা হাল পাল ক্রেন কেবিন
ডজ অ্যালবাট্রস ডেকের ওপরে থ্যাতা মুণ্ড
ঝুপ্ শুধু রাত্রির ছিকল আংটার ছোঁ কাঠের বাক্সগুলি ওঠে
দশ বিশ গজ দূরে ঝরে পড়ে বিকট আওয়াজ
এই বন্দরে বেশ দেরী হয়ে গ্যালো
কশেরুকা মাজ্জেয় ক্ষয় নিয়ে একা উঠি
জলে আগুন লেগে আগ্নেয় ঢেউয়ের সূঁচ নক্সার কাঁথা মুড়েনি শিশুকে
তারপর দৌড় পৃথিবীর যতটা পথ যাই পেছনে
ধূম আর খাক আর চারকোল হাড্ডি করোটি —

প্রকাণ্ড সব নীল পাথর চাঁইয়ের ওপর দিয়ে
আজ সারা দুপুর শুধু হেঁটেছি আর গুমঘর থেকে
মুখে পাথর ঠোসা মেয়েদের একটানা গোঙানি
মাথার ওপরে আকাশ নেই
সমস্ত আকাশ এখানে ভেঙে তছনছ পাথর
এবং আকাশ খসা গহ্বর থেকে রাত্রি

উপদ্রুত ভিট্রিয়ল স্তূপের ওপরে নিশপিশ
ক্রমে মেয়েরা পিছমোড়া কেৎরে কেৎরে জং চাকুর
ধাতব ক্ষুধার দিকে খোবলানো জ্বোরো রক্তদুষ্ট
সংক্রামিত হতে একের পর এক এগিয়ে আসছে
দরোজার টোকা —

সরে দাঁড়া প্রায় দুশ ফুট এই উচ্চতা
চুম্বকীয় আবেশ শেষ হয়ে গেলে
পিষ্টন আচমকা নেবে এসে থেঁৎলে দিতে পারে
হেই ওখানে ওখানে
কলকব্জা লক্কর সব ওখানে ডাঁই হোক আর প্যাকিং বাক্সগুলো এদিকে
স্ক্যানার নেই ফাইলগুলো বেফালতু করাপ্ট হয়ে যাচ্ছে
অথচ আজ রাত্রির ভেতরেই প্রোগ্রামিং শেষ হওয়া উচিত ছিলো
ফ্আক্ দু-দুটো ডিসপ্রিন গিলেও জ্বরটা সেই হলোই
হাওয়া অসহ্য শীত করে
আমি শুধু চাইছিলাম ক্রেন ও ড্রেজারগুলো ইউসফুল হোক
যেহেতু টানা জল বা স্থল কিছুই ভালো লাগেনা
একটা টপসিটারভি হয়ে জল মাটি ড্রেজারে ঝুলে ঝুলে পাচার হয়ে হয়ে
পৃথিবী খানিক জল খানিক ঢিপলি আইল্যাণ্ড এভাবে
খণ্ডিত জ্যাবড়া জ্যাবড়া হয়ে যাক্
তাহলে কি দাঁড়ালো যতক্ষণ না আমার জাহাজ আসে
আমাকে এই জ্বর গায়ে বেশ্যার ভিড়ে
বেশ্যার ক্ষুদে বাচ্চারা
আংকল মাম্মি বুলারহি হ্যায়
আংকল মেরি মাম্মি বুলারহি হ্যায়
আংকল ঝুট উসকি নহি মেরি মাম্মি
দাঁড়া জল দে অ্যাভোমিন গিলেনি একটা
চাকুর মরচে দুই কশ বেয়ে
জলে ফ্লাড লাইট হুল্লোর হুইশল ওঠে
প্রতিটা করিডরে ঘাতক
রাত্রির ডিফথং-এ মায়েদের বল
এই শেষ গ্রাহ
পায়ে পায়ে জাহাজ আমার জাহাজ
আমার জাহাজ এলোরে
হো হো জাহাজ আসছে
আমার জাহাজ আসছে
হুররা জাহাজ আসছে —

স্ট্রিং

জলের ডেব্রিথেকে সর্পিল জিভগুলি বেরোয়
লেগুনের ছোঁয়াচ যেখানে সাপ খণ্ড করে গ্যাছে
জিভ থেঁতো লেপটে গিয়ে জুড়ে দেয়
হাঁ নিচে দাঁতের ছায়া ছায়া ফাটল দিয়ে সিরিজ স্টিলনোখ
গীটার অভাবে সাপদেহে ওঠে নামে ওঠে নামে ওঠে নামে
গানের এক একটা ঘূর্ণি হল্কা আসে
মাটিতে দাগড়া ঘোড় ক্ষুর দেগে
মনে করিয়ে যায় দুজন ড্রামারের কথা
যারা নেশায় ধুঁকছে
রবার্ট আর ম্যাকমিলান
অ্যাই ওঠ শালা
জল ছিটে দোবো
টেনে থাপ্পড় কশাবো নাকি মুখে
কোরাল কার্ফিউ ফেড়ে ড্রামে ঘা দে
অর্গ্যান ছিদ্রে কেন্নোর লাখ পা-র চলাচল লু
আর ফনা ছুবলে যাচ্ছে ঢেউয়ের ছাটানি ফাটানি
অ্যাই ওঠ
দ্যাখ চুল আছড়ে পড়েছে ঢেকে গেছি
ছাড়াতে গিয়ে জট বাঁধে চুলে
জল ব্যালে স্কেটের স্ল্যাশ স্ল্যাশ ফার্ণ জটা ঠোঁট
হয় ব্যাক-আপ নে ইনস্টল কর এই রাত
অথবা হিংস্র নোখেদের ডাক সাপ স্ট্রিংয়ে
শূট-অ্যাট-সাইট লেংড়ে লেংড়ে পথের মধ্যিখানে আসি
প্রতিটা শ্যেন টেলিস্কোপে আমি স্রেফ আমি আহা আমি আহা আমি —

মারী

তেরাত্তির পুইয়ে আগুনের জ্বোরো জটপালা ক্রমে
পেয়ে বসছে আজ
কোর খাওয়া তেলোয় যে বল লুফেছি
ধোঁয়ার বুদ্বুদ এসে ঘায়ে ঠিকরে তোলে আঙুল
হল্কা শ্বাস নিতে নিতে ধাতু বীজগুলি
পাথরের ঠোঁট উড়ান
জঘনে মাটি জল উপে আসছে ভল্লের শনশন আলোয়
আমাদের গাছগুলি মৃত
উল্কা ঝাপটে চারকোল দ দ বাদাড় ভেঙে
ফ্যাঁসা ঘুড়ি আর ঘুড়িদের ডিম
এক শীত ক্যামব্রিয়ান দাঁতে স্যাঁৎলা ধরে থাকে
পাখি পড়ানো কিউবিক ঘুম
স্ট্রাইকার পিছলে তেচোকো দেওয়াল থেকে
মেঘের ভাঙন ঝরোকায় নেমে আসে আইভি গুল্মে
আর শস্যে আমাদের প্রতিটা মায়াবী গোলাঘরে
ফিরে আসে মারী
আঙুলহীন হাত কখনো ছিকলি বাঁধেনা
আগুন অ্যানাফেজে ছিটকে যাচ্ছি ঘেয়ো গলিত স্পিণ্ডলে—

অ্যাকোনাইট

মঙ্কসহুড বিষাক্ততা
কাঠবিষের তীব্র রাত ফেড়ে ছিবড়ে চাঁদ এক
জ্যোৎস্নার জ্বরঘ্ন ডাইসগুলি মেশিন ধোঁয়ার এই শিরশিরে
ইস্পাত প্লেট প্রম্পটে ক্রমে গড়িয়ে চলেছে
তাদের ডট্ কম্যান্ড
যখন চাঁদ পূর্ণ
হায়না দাঁতের মতো ঝিকিয়ে ওঠে ধাতু আয়তন
নেশায় ব্ল্যাক ভেপারে দীর্ঘ ঘুম আয় ক্যানিয়নে
শীত ঢেউ এখন মেরু হাড়ের ঠিক নিচ বরাবর
স্পর্শজ্ঞানহীন আঙুলের মাথায় মাথায় ঝিঁঝি
টিপটিপ করছে একেকটা তারা
ফিরতি মেঘগুলি ডানায় খ্যাদানো ঝড় উঠে আসছে স্বপ্নে
দেখবো না, বরং দু'চোখে বুলেট দেগে নে যে যার
বাতানুকূল খুলির ভেতরে স্রেফ রাত
রাত্রির দানোয় পাওয়া টানা হুক কামড়ানি
হাতড়ে মরছি, কেউ কি পাশে আছো স্যাঙাৎ
মেশিনের গর্জন ক্রমে থিতিয়ে আসে
চিড়বিড় ঘাস আগাছ গুল্ম জরোয়ায় —

তছনছ ভীষণ কেয়সে

নিম্নচাপ হলো বলে ধূমকলাম ফ্যাফ্যা করছে ঘূর্ণায়
নিরেনি দিয়ে ফাটিয়ে ফাটিয়ে ঢ্যালা তুষ করা
এই ধূলো
চোখে হাপরে রাত পুষছে গোখরোর
আর জল, ধূল আওতার থেকে যেখানে বাঁচোয়া
ছিলা ধারণের আগে গান্ডীব জল খেতে নাবে
জায়ফল কুড়োতে কুড়োতে দীর্ঘ তীর বরাবর
আরও নুব্জ হয়ে আসেন পিতামহ
সেখানে সায়ং সূর্যে, দাঁড়ের হাসান হুসেন বাইচ এসে
তছনছ রাখে আমাদের ডোগাপাতার ঘর
ঢেউয়ে ঢেউয়ে শরীর থেকে গলে খসে যায় এঁটেল প্রেম
আর জলঢোপা খোড়ো কাঠামোগুলি
মেঘতন্ত্রের তেরাত পেরিয়ে হাওয়ায়
ক্রমশ দাহ্য হয়ে ওঠে
অদম্য কাশি নিয়ে ওঠে যোগমায়া
ঝলসানো প্লাস্টিকের মতো পরতে পরতে সমাংস
খুলে আসে শাড়ি
আমি আবিষ্ট হই
ছোঁকছোঁক হাভাতে আগুন থেকে বেদ
আগলে রাখি এক ভীষণ কেয়সে —

কর্ড

কুয়াশার ডাবিং-এ ভোর ফাটছে
আর হাওয়ায় চাবুক উছলে উঠছে হিলহিলে রেল জ্যা
লেত্তির হ্যাঁচকা টানে লেলিয়ে দেওয়া ঘূর্ণি ট্রাম
এবার ছুটে আসছে আমার দিকে
আমি সসারগুলো এভাবে ছুঁড়ছি যাতে
হাওয়া ঝড়ে টার্ন নেয় আর সমস্ত ধুন্দ
বায়ুকোণ থেকে অগ্নিতে খেদিয়ে
নিরেট এককাট্টা করে ঐ ট্রামের সামনে
এপিথেলিয়ামে আলো-কণা জরো
উজেনেসিসে নিটোল সূর্য টিউব বাহিত হয়ে আসে
আর তাকে নিষেক দেয় ঝড়ের সিম্ফনি
ঘনিয়ে উঠছে ঝড়ের সিম্ফনি
সসারের ডফলী থেকে ঘনিয়ে উঠছে ঝড়ের
থার্ড সিম্ফনি
আর জাইগোট ফর্ম নিচ্ছে এক কাউন্টার কর্ড
যা আষ্টেপৃষ্ঠে পাক খেয়ে বিপরীত ক্রমে
ঘুরিয়ে ছাড়ছে ঐ বিকট তীব্র লাটিম
কুয়াশা থিতিয়ে গেলে সুৎরা নিকোনো পথ ফের
রৌদ্রের চাদর আর ভল্লের জানলেবা খেল চালি, সমারসল্ট
চতুর ম্যাটাডর —

ট্রমা

ধোঁয়ার খাঁই ছেঁকে ফেলছে স্টিলেটোর ইর্দগির্দ
লেস বয়নের এমন নেশায় পড়েছি
কুরুশের ক্ষিপ্র ঘরবার কল্কা গুলিয়ে যাচ্ছে
ট্রমার বহুকোষ মুড়ে
বুঁদ ডানায় আইকন থিতিয়ে থাকতে থাকতে
রাত্রি এখন গা ঝাড়া ছড়িয়ে পড়ছে জানালায়
আর সেই আলোয় অটপ্‌সি
ক্র্যানিয়াম
থোরাক্স
অ্যাবডমেন
পেলভিস ফেড়ে ফেড়ে দ্যাখাই ভিসেরা
প্রতিটা ভিসকাস পুড়ছে আর
গান চতুর্দোলা
লেঠেল বাহকের আদুর গোছ লোম পাখিঃ হাড্ডির তালে
মহেফুজ জমছে ভাঙছে এই সারাৎসার বিষ
বিপরীতের জানালা খুল্লে ধোঁয়া বেরিয়ে যায় কিন্তু সেই
আরপার হাওয়াটা নেই
চাকুর ব্লেড বেলোজ ঢেউয়াচ্ছে ঢেউয়ে যাচ্ছে
দশরীড চাপের গোঙানি —

শাগির্দ

❑ ঘুর্শাল কিছুটা নিরাপদ ভেবে
আলসেইমার্স ওকে স্ট্যাণ্ড রাখি টিনশেড
বাওরি বুচ টানা হাওয়ার রুঝানে
তোরা কেউ একটু খ্যালা দে গান দে
আমি এই তেপহর ম্যাক্সিমাম
মহেরৌলি শরীফ থেকে ফিরতি পথ
ফেড হয়ে আসছে মাহেরের রুহানি ইল্ম আর জ্যোৎস্নায়
রূপোলী নির্যাস এই অযৌন ঠিকরে উঠছে ক্রিস্ট্যালস
ভ্যালীপথ বেয়ে তাদের ঝুণ্ড ক্রমে এক মেখলার ফেউ
তেজ খেদিয়ে নিয়ে আসে নিচে ওই শেডের সমীপে
থ্যাঙ্কস টু দিস একজটিক এনসেম্বল
এগোই আর চীখ বেলের চীচকার
কাদায় পেড়ে ফেলে সোডোমি সোডোমি খেলতে খেলতে
কালো ঘোড়াদের ক্ষুরের বীভৎস ঘাও
ঠুলির ফাঁক দিয়ে বেতো বাদামীরা যতটা দেখেছে
লাল আর শাদারা রিটার্ডেড
ছাইরঙা বোবা — জিভ ছেঁড়া
ঝড়ে শেড ভোকাট্টা উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে বহুদূর
বনের ওপারে
কালোদের নতুন আস্তান
তল্লাসী কাল ভোরের আগে নয়
মেখলার র‍্যাপারে ওকে মুড়ে নিই ফিলহাল
ডাই-কো-মায়ো ড্র করি
অবাধ জ্যোৎস্নায় হ্যান্ডস-অন ভাসতে থাকি হিলি ও হিলার—

❑ ট্রেনার অ্যালিক জিজিভয়ের ড্রয়ার থেকে
সেই জুলাই সাতানব্বইয়ের একটা পাছামোছা দোমড়ানো
টার্ফ বুলেটিন নেমে দাঁতন করছে ফ্যাকফ্যাক হাসছে থুকছে
মর্নিং স্যার! আশাকরি আপনার সাইকেল এখন কিছুটা সুস্থ!
মুখটা ধুয়ে নিচ্ছি এক ভাঁড় চা খাওয়াবেন?
অব্বে অয় দল্লা
মজাক সুজ রহা ক্কয়া
ফারকে ফেঁক দুঙ্গা ভাঁড়ু!
ওকে ওকে
কুল!

কুল!
গরীবের এই আঠেরো আর বাইশ পৃষ্ঠা দুটোতে
একটু চোখ রাখবেন স্যার
ফ্লাইং ফ্যানটাসি
ফোর ইয়ার্স
ব্ল্যাক, লাইট গ্রীন বেল্ট, হোয়াইট স্লীভস, কোয়ার্টার্ড ক্যাপ
সাসটেন্ড আ কাট ইনজুরি অন লেফ্‌ট হাইন্ড গ্যাসকিন
জকি ওয়াজ সিভীয়ারলি রেপ্রিমান্ডেড
ফর নট মেন্টেনিং আ প্রপার কোর্স রাউন্ডিং দ্য ফাইনাল বেন্ড—

গ্যালান্ট মনার্ক
ফাইভ ইয়ার্স
ব্ল্যাক, ডার্ক ব্লু বেল্ট, রেড স্লীভস, গোল্ড অ্যান্ড ডার্ক ব্লু হুপড ক্যাপ
সাসটেন্ড আ কাট ইনজুরি অন রাইট ফোর ক্যানন
জকি ওয়াজ ফাইন্ড ফর একসেসিভ ইউজ অব হুয়িপ —
ছাইরঙা আই মিন ইস্পাহানকে পটান
চার পায়ের ক্ষয়াটে নালগুলোকে বদলে দিন
ক্যাননা একমাত্র ওই জানে খণ্ডহর হাতায়
খানকিচ্ছেলেদের চুলাচাক্কিতক পৌঁছনোর চোরা পথ
ইন্সপায়ার্ড বাই দা স্কুল অব আমসটার্ডাম ব্রথেল পিরীয়ড অব
ইনটেরিয়র ডিজাইন, আই হ্যাড স্ট্রাং রেড হার্ট-শেপড
ফেয়ারি লাইটস অ্যারাউন্ড অ্যালিকস বেডরুম মিরর
না ফেরা অব্দি আপনার শাগির্দ
তোফা থাকবে যান এই আলোর জিম্মায় —

❑ কুড়ালে কুপিয়ে খণ্ড খণ্ড দুই কালো ঘোড়াকে
পুঁতে ফেলছি মাটিতে
আমার শিকারকে শ্যাল-শকুনেও ছোঁয়
আমি তা চাইনা
ছাইরঙা আমাকে নিয়ে দ্রুত ফেরৎ এলো ঘুর্শাল
এসে দেখছি
ওর স্টেপনির টিউবের সুরুয়া ফুটছে কেটলিতে
আর মোট বাষট্টি পৃষ্ঠায় পাত পেতে
কাদায় ছড়িয়ে পড়েছে টার্ফ বুলেটিন —

রিসীভার

❑ দ্রুততায় কুয়াশার সিলাবেল ভাঙছে এই টেলিকম
গাছ থেকে গাছ জালের লপেটে সাইট আফাটা ভার্জিন
জিভ ডগায় লোনা ডিজাইন দাগি তার চ্যাটানো জঙ্ঘায়
মিনমিন ধরি মাছ না ছুঁই অফ্ করি এসব ফালতু ডাউনলোড
কোনও ভাষ্য লাগে না
আমরা জাস্ট চ্যাচাতে চাইছি বেধরক
খেঁউড়ের গোটা আকর উৎক্ষেপে শ্লা নাশ হোক এই কাফন জেল্লা
গ্লাভস-হাত রিসীভার ঠুসে মুখ থ্যাৎলা দিয়ে যায়
কোহরা ওপিঠে তারার ঘুণাক্ষর আলোর চলাচল
এ ঘর মুখো পাইন ফার শালের আনাচ কানাচ
নেমে আসে শুশ্রূষায়
স্ট্রেচারে কোমায় সিলিকনে স্বপ্ন ফিরে এলে
টিলার ওপর থেকে নেকড়ের ঢল এই সমতলে
মৃগীদের বিদ্যুৎগতি
ঝড় আবহে কথোপকথন ফের শুরু হয় আনসারিং মেশিনে মেশিনে —

❑ নিপল-পিঞ্চিং কি টিট-গ্র্যাবিং
এসব কমন এই স্নান কালে
বালু পায়ে পায়ে জল থেকে গ্রীনরুম হায়াৎ — এই
লবনা ব্যাস ঘিরে লাউঞ্জ
সমুদ্র হাওয়ায় ঘাসেদের ছুঁইমুই ঢলানি আর
মগজে হ্যাশিশের টাচ আহা
কোন মাগী কেঁচকি নাছোড় ঠাপ নেয়
কার ড্রিঙ্কস শেষ
কার চুল প্রিজমের লোহিত ব্যাপ্তিতে পার ভেঙে ভেঙে
এই মেঘ আর হ্যাওৎ হ্যাওৎ বমির শব্দ টানা
কিছুই দেখছি না
টরনেডো ঘনিয়ে উঠছে
সমস্ত মেশিন অফ্
নেকড়ের ঝাঁক ঘরে ঢুকে তছনছ চাবিয়ে ফেলছে সব কেব্‌ল্
হাঁক পারি — ঝড় বার্তাবহ
আমাদের বয়ন করে এক ঘূর্ণি শাটল মাকুতে —

টোটা

পিঁপড়েরা থোক থোক মুখে ডিম
তোর ফাটলে সেঁধিয়ে যাবার প্রায় আঠেরো ঘন্টা পর এই বৃষ্টি
যে ফেরার কার্তুজগুলি
রিভলবারের খোঁজে এসে দু'রাত হল্ট করে গ্যাছে
তাদের সক্‌সের উৎকট বারুদ গন্ধের ব্যপ্তি এই ফিল্ড
স্লিপে কেড্‌স
গালি একটু কার্ভ হয়ে রুকস্যাক
আর ফাইনলেগ ডীপ থেকে
মৃত ডাহুকগুলির ওপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে
ক্রিজের গা ঘেঁসে দাঁড়ায়
খনিজ জলের এক ঠাণ্ডা বাস্পময় বোতল
এদিকে ক্যাচ উঠছে নোম্যান্স ল্যাণ্ডে
আমি শাবলের চাড় দিয়ে কফিন ডালার মতো
তোকে শুদ্ধু উলটে দিচ্ছি গোটা পিচ
আর দেখছি ঝাঁকুনি খেয়ে টায়ারের ফোকর গলে
কাদায় বিজবিজ ছড়িয়ে পড়ছে পিঁপড়ের ঝাঁক
আর জমাট বাঁধছে ডিমগুলি
ভাসতে ভাসতে নেবে আসে
লোড হয় তাবুদ-এর থার্টি-টু বোর এক রাতের প্রেক্ষায় —

প্যাসেজ

ব্লেডের জোখিম নিচ্ছি ফের প্যাসেজ ডিফথংয়ে
দালানের ব্যাক-আপ কাছিয়ে এসে এই এরর
ঝাঁঝ ধোঁওয়ার হাভাত গিলছে বুলেটে ছল্লি ছল্লি এই জ্যাকেট
আমি সমস্ত ভার নিয়ে প্যাডেলে দাঁড়িয়ে পড়েছি
স্টেপনি ঘুরছেনা
স্ট্যান্ড করিয়ে বলি তুই দাঁড়া একটু দম নে আমি দেখছি
যদি না ফিরি, এ দেয়ালমুখো তোর সামনে পূব
আর এই বামহাতি উত্তুরে পথ গ্যাছে বাইরে, চৌরাহায়
শাবলের ঘায়ে যে কটা শার্শি ফাটে
আলোর ঝাঁঝরি ধ্বক এসে লাখো কারসরে
ছড়িয়ে পড়ছে নোডাল মোৎসার্ট
জ্যাকেটের একলিপ্স শেষ হলে ল্যাংটা দেওয়ালে পিঠ একা লড়ি
দেখি আগুনে জ্বলছে সে আর ঝাপটাচ্ছে দু'পাশের প্যাডেল
স্পোক ফেটে ফেটে তাজা শাঁস ছেৎরে যাচ্ছে দেওয়ালে
জ্বলন্ত টায়ার থেকে আগুনের আঠালো বাবল উড়তে উড়তে ক্রমে
ধরে যাচ্ছে রিসেপশন, থিয়েটার, আই সি য়ু, ল্যাবোরেটরি,
ব্লাড ব্যাঙ্ক, বার্নস ওয়ার্ড, ক্যানসার ওয়ার্ড —

ড্রিপ

জেগে উঠে পা দেখছে ওঃ জীও
একবার দাপিয়ে প্যাডেল করে ছেড়ে দিয়ে সেই যে ঘুম
আর এই ভাঙলো
তেত্রিশ মাইল বেদম ছুটতে ছুটতে পার হয়ে এসে এই
খন্দে মুখ থুবড়ে পড়েছে সাইকেল
জলের দীর্ঘ প্রিন্ট-আউট থেকে
ঝাঁঝি আর শ্যাওলার ডট এই পেছল গ্যারাজ
পাঁজাকোলা ওকে ওর গেরস্তে
ড্রিপ চলে
ঘুমে একে একে বেহোঁশ হয়ে আসে রোঁয়া হাতল
চেন চাকা সীটের কভার
আটার থালের ভেতরে বিছের ইকরি মিকরি লাচির বিস্তার
আঙুলের ভিড় স্টোভ পাম্প হয় জ্বলে
স্যালাইন শেষ হলে সিরিঞ্জ খুলে নেই বরখুরদার
অব উঠিয়ে ভি
চার-চার আটটা রুটির ঘ্রাণ-পথ
কুয়াশার চীজস্প্রেডে নেমে যায় বাদবাকী অগ্নি নৈঋতে —

কোটাল

নীডলের ঘুম আর লাগ লাগ উইচক্র্যাফট্ ছিঁড়ে
পাল্টা ঢেউ ডায়ালগ সাঁতরে আসছে আলোয়
ছেঁড়াভেঁড়া ভেন্ন জল জলা জুড়তে জুড়তে এই বাখ
ফ্যানা ফ্যানা ধাঁধিয়ে যায় বালুপার
কোরাল স্যালাড থেকে রাতভর টানা ঝড়
আর ফাটোফাটো জলভূমের চীখ
শুনতে শুনতে ভোর মুখের ঘুম
কাঁচা ভাঙছে
আর প্রতিটা শিঙার থেকে রব
রুখে আসছে হাড়কাঠি-করোটির ছোঁয়াচ ভেল্কি
জলের গভীর থেকে জল ঠেলে সমগ্র জল ব্যাপী ঢেউ
চোখ আকর্ষে ক্রমশঃ উঠছে উঠছে আর উঠছে
ভাঙছেনা
তলিয়ে যাচ্ছে ডাইনির স্বপ্নরাজ্য
আগুনে ফাঁস আর ডুগডুগি
ধোঁয়ার চাতুরি —

হুইল

- অ্যাম্বুলেন্স থেকে মর্গ অব্দি যে হাত-স্ট্রেচারটা লাশ নিয়ে যেতো তাকে লেবার রুম আর ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের মাঝ বরাবর রাস্তায় কে বা কখন লাস্ট ট্রেস করেছিলো তার কোনও হলফনামা নেই। মরিশাস থেকে আসা ড. জন ও ফাউলার তাদের টেন্টের বাইরে যখন প্রিমরোজেরা কনে দ্যাখে আর আলোয় কু দ্যায় অথচ টিলার পেছন থেকে বেলের পাল্টা কোনও আওয়াজ নেই, কাঠের আগুনে ঝুঁকে পড়ে তারা পাজেরোর হেড্-অন্ ওর দুই দ স্টেপনির নিচে সেঁধিয়ে থাকা এক স্ট্রেচারের নৃতত্ব নোট্স নিয়েছিলো। জংলি কুকুরের মতো শুঁকতে শুঁকতে দুই ওয়ার্ডবয় যখন এখানে হাজির হয়, ফাউলার শকুন ডানায় তাদের আগলায়, ড্রিঙ্কস অফার করে, খরগোশের মাংস। রহ্যান দো সাহব, মারে লিয়ে ইয়ে সব হারাম হ্যায়! আব্বে উঠ্ শালে, রাস্তেমে লাশোঁকা ঢের লগ্ গয়া! চল্ - উঠ্ - ভাগকে — টানা হ্যাঁচোড় ট্রেল স্ট্রেচারের। টিলার ঝুরো পাথরগুলি রিসীড ফেউ নেয়। খাইয়ের ধার ঘেঁষে আলো ফেলতে ফেলতে টেনিস কোর্টের পাম ও পাইনের স্মৃতি থেকে উড্ডীন মথ নেমে আসে ওর কুপি হেডলাইট —

- আর শেলকাল ফাইভ হান্ড্রেড এম. জি. দিনে একটা করে যেমন চলছে চলবে। ভাঙা স্পোকগুলোর একটা এম. আর. আই. করিয়ে কালকের মধ্যে আমাকে জানান। জাভা শেকার পরতো ফ্যা ফ্যা ঘুরতো! কলিমের শেডে একদিন রাত্রে দ্যাখা, স্ট্যান্ড ছিলো, বললাম এসো আমার একটা পেজ প্রায় বছর ঘুরতে চলল আধখ্যাচড়া এক বাঞ্চোৎ অ্যাডভান্স নিয়ে আজ আসবো কাল আসবো — আমি চাই তোমার হেপাজৎ, সেই শুরু আর আজ যারাই সাইটে আসছে হাওয়াইয়ান স্পিরুলিনা, শার্ক কার্টিলেজ, জিনসেং, কলোরেলা আর কামাল কা হুইট গ্র্যাস — কী রিপারকাশন! আপনি উঠুন বরং পরের জনকে পাঁচ মিনিট পরে আসতে বলে দিয়ে যান। হ্যালাও — ইয়েস — স্পিকিং — ওয়েল, সায়েন্টিস্টস সে দ্যাট ইট হ্যাজ সারভাইভড ইন মডার্ন টাইমস ডিউ টু ইটস ইনহেরেন্ট এবিলিটি টু ইফেকটিভলি রিপেয়ার ইটস ওন ডি. এন. এ.। ইন আইডিয়্যাল এনভায়রনমেন্টস ইট ক্যান মাল্টিপ্লাই ভেরি কুইকলি; কোয়াড্রাপলিং ইটসেল্ফ, এভরি সেভেনটিন টু টোয়েন্টি আওয়ারস .....

- স্যালাইনের স্ট্যান্ড, সিলিন্ডার, ওয়াশ বেসিন আর চেয়ার-হুইলদের স্তবক আর গেটওয়েল গ্রীটিংসে ফাংগাল ছোঁয়াচ লাগছে এই বর্ষার রাত। নিচে প্যাসেজ থেকে স্ট্রেচারের তীক্ষ্ণ সেরিনাডে জেগে বসে ও ভাত চেয়েছিলো। মানে খিদেটা হোলো ঠিক কিন্তু এখন এই বমিই থামানো দুষ্কর। অ্যাডভান্স জাভা আর ওর‍্যাকলের বইগুলো ফানেলে রড আর টায়ারের টোকো ভাত ডাল পুঁছতে পুঁছতে পৃষ্ঠার উপর্যুপরি ব্লো, ভুর্জপাতার তিন সারি অঙ্কের বিপরীত প্যাডেল যে পথে স্তম্ভন হয় অথচ বৃষ্টি হয়না, বাদুর দলার মতো থোপা থোপা মেঘ গাছে, চিমনিতে, গির্জার ক্রশ, টপফ্লোর ল্যাবের কার্নিস আর খানিক বাষ্প এই মিক্সারে এনাফ; কী-বোর্ড হ্যাং হলে সিস্টেম রিবুট করছি গেঁহু ঘাস দ্রবণ। পিঙ্ক ও পার্পল শেড লাগা ভায়োলেট হোয়ার্ল আলোকে ডিক্রি শিস দেই — অর‍্যা সিলড্ প্যাডেলে লিকুয়িড পা নাবে সেন্ট জার্মাইন — ছড়ের চালিকা ঢল — ছেঁড়া চেন হুইলের বাহান্ন কাঁটায় —

দি সান অলসো রাইজেস

❐ থ্যাঙ্কস টু দিস টোয়েন্টি ফোর ক্যারাটস গলফ্। পিঠে লাশ যতটা পথ আন্দাজা শ হেক্টরের ঢেউ ঢেউ গুচ্ছের টিলার এক তং রাস্তারোকো পুষিয়ে গ্যালো থালির বাজরা ও লোটাভর ধোবির পশলা পশলা জলভুঁয়ের কল্কা ভাগচাষ হড়কে যখন স্টেপনি এই দুশ ত্রিশ একরের বিস্তার ভুতুড়ে এইটিন হোলস ফুড কোর্টস কনফারেন্স সঅনা জিম আর সুইমিং পুল ধরধর ধরধর হেই ধরধর ধরধর ভাগিয়ে নিয়ে আসে ক্লাব গেট নাম্বার টু স্পার্কস ভিক্টোরিয়ান স্কোয়ারের পিছওয়ারায়—

❐ এক্সকিউজ মি একটা লাশ বয়ে নিয়ে এসেছিলাম একবার এসে যদি দ্যাখেন!

এক্সপেরিয়েন্স হট ফাস্ট এক্সাইটিং স্লট মেশিন অ্যাকশন। মেগা আর ক্রেজি স্লটস সাকুল্যে বারোটা মেশিন। ফেভরিট ট্রিপল সাম্বা জ্যাকপট, জাংগল হিট, ফরচুন ওয়াই টু কে আর ট্রিপল ওয়াইল্ড লাভেরা ফিদা আপনাকে ডাকছে কাম্ অন্—

এক্সকিউজ মি একটা লাশ নিয়ে এসেছিলাম, কার যদি এসে একটু দ্যাখেন!

উই পে আউট উইনারস এভরি ডে

এক্সকিউজ মি একটা লাশ দু'মিনিট জাস্ট দু'মিনিট সময় চাইছি ...

নো নো ইফ য়ু রিসাইড ইন আ জুরিসডিকশন হোয়ার ইয়োর উইনিংস আর ট্যাক্সেবল, য়ু মাস্ট কিপ ট্র্যাক অব দোজ উইনিংস অ্যান্ড রিপোর্ট দেম টু দি প্রপার অথরিটিজ!

রিগর মর্টিস সেট-ইন করছে একটা লাশ বাঞ্চোৎ কার এসে একবার দ্যাখ!

অ্যাতো আলোয় রাত বেরাত ঠাওর হয়না। রাত্রিরা একের পর এক কেনো কাউন্টারে নন উইনিংস টিকেটসের পেছনে সাইটের নাম আর ই-মেল হদিশ লিখে ড্রয়িং ড্রামের হ্যারতঙ্গেজ শাফলে ড্রপ করে যায়। আর তার মধ্যে যেটি সবচে ছেনাল সে হট অগাস্ট নাইটস টি শার্ট প্যাকেটে তাজা রোদ আর ফেস আপ ব্ল্যাক জ্যাকের এক্সক্লুসিভ ট্রিক্স হ্যাম্পার পাঠিয়ে দ্যায় তার চুড়্যাল মেড সার্ভেন্টের হাতে। ফাইন! ইনসার্ট ইয়োর স্লট কার্ড অ্যান্ড মেক শিওর ইয়োর মেশিন সেজ "হ্যালো" টু য়ু!

হ্যালো স্যার, ফর দা লাস্ট টাইম, ডাবল ডাউন দিচ্ছি আপনার হয়ে, অ্যাডিশনাল কার্ড পাবেন। আস্তিনের ইক্কারা আপনার গ্লাস বেয়ে উঠে নেমে ওয়াইন চাটছে - বটম আপ - ফাস্ট। চন্দাবেনের কোয়ার্টার থেকে টানতে টানতে এই অব্দি পিঠ বেঁকে গ্যাছে, কমসেকম নিজের লাশটার দিকে তো একবার তাকান!

ফল্ ২০০২

প্রণঘিলুর সলিলকি রোদ্দুরের ফেলে যাওয়া টিলা ও গাছছায়ার তেষট্টি অজুবা আউটফিটে বেগদা গ্যাপে যে টানা বোতামঘর বুনে গিয়েছিলো তার জন্য বাট্ন্ আনতে বিরেতে চাবকে কখনো পূবে কখনো পশ্চিমে দখিনমুখ লিহাজা অওর অজুবা তারা ভোরে টায়ারের ডাইস থেকে উত্তুরে রেতসসাপগুলি গ্যারাজে ছেড়ে দিয়ে সেঁধিয়ে যাচ্ছে তুলোট বিছানায়। সেন্ট লরেন্ট, ইন টার্মস অব কাট, সিল্যুট, ইনোভেশন, কালার অ্যান্ড সেন্স অব হিউমার, আমরা ভেবেছিলাম তুমিই শেষ কথা! আমাদের ওক ও পাইন গাছড়ার ফল্-উইন্টার কালেকশন থেকে এক একটি ঢাউস ম্যাকিনটস্ হিউজ কলারে ডেকলেট ট্রেঞ্চ এসে ভাংরা ঘিরছে পুতুল ও নাচিয়েদের দৌকালীন নগ্নতা। আমরা রিৎসু শুনছি কাৎসুমাতা। বো স্ট্রোকে ক্ল্যাসিক্যাল ব্লুজ জিপসি আর মেটালের কালসাপেদের লুডোকোর্ট উড়ে আসছে গ্যারাজ চাতালে। ঘুঁটি ও ছক্কার খোঁজে বায়ুকোণ শেষ বার খেদিয়ে ছাড়ি ঘুমচোখ বিষণ্ণ সাইকেল —

একটা দানোয় পাওয়া বজরার স্তুপ অ্যাপ্যারেল দারুবাজ মাল্লা ও সওয়ারির খেঁউড় ঘোঁট হল্লা গ্যাঁজলার শিপমেন্ট চরপাঁজর জাগা নদীটির দুখিয়ারা ব-ব গেরস্তে উপুড় হয়। হঠাৎই ঝড় এলে কাদায় বডি থুয়ে রেপিস্টরা পালায় আর জলপুলিশদের কুত্তা এবং কুত্তা জলপুলিশদের জিভ ডগার ভিগরাস চাটনির কফ কফ যোনি থেকে সাপেরা দিশদিশাহীন শাঁখ ও চুন্নীর বুলেপঞ্জে আউট কাপ্তানের কখনো কোটপকেট কখনো মোক্কাসিন বুটে ডিম পাড়া-ঘুঁটি টুঁড়ার অছিলায় ঢুকে পড়ে! দশ হাজার ফারউর্ণা জ্যাকেটের আশি হাজার হাইকু কাজক্যায়দ থেকে দঙ্গল গেঁড়ি বোতামেরা সিনিক, এপিকিউরীয়ান, জল ঠেলতে ঠেলতে এসে ছেঁকে ধরে স্রাবী রুদালী সাইকেল। শীতঘুম ও যৌন ধম্মাধম্ম শেষ হলে ডিম ভরা পা-ভারী সাপিনী আর তাদের খোলস ও পাঁচ-পা নিক্লা সঙ্গী সাপেরা ফিরে আসে মলেসটেড যানে। উনপাঁজর বায়ু ঊনপঞ্চাশ, বজরার ভূতবাহী চাতালের একটেরে বিলেট নস্ট্যালে—

রূপতরাস

ভালভা অয় গুলাবো দুই হাইওয়ে নাম্বার চার ও পাঁচ জাঙঘ উঠে চিতি ফন ও রোমরাজির আভাতি বেলা হাওয়া হাওয়া এ হাওয়ায় হে জাহাজ আগচ্ছ আগচ্ছ স্থির ফট্ ওঁ বাতাসের বায়ব চিক্ষুরে সুজা-পেট পালের এতিম কোরিয়গ্র্যাফি রোদ্দুর ছেড়ে ঈগলের রৌদ্র কিংডমে নোখের ছম্মক ভার্টিক্যাল চিরফার ফ্যাঁসা ডুকরে ডুকরে চ্ছল্লো ভাঙে জলের ওপর —

এখানে হৃৎডিপ পৌর্ণমাস চন্দ্রবোড়া বিষের মতো জেল্লাবান আদুর মুহব্বৎওয়ালা কাজরা। ফলে পাহাড় ব্যাকড্রপে যে টেন্টচায, ছপ্পর উজালো, রট আয়রন টেবলে জলসমুন্দুর ও বিষের মধ্যবর্তী এক ধাপ ফিকে নীল রঙা চাদ্দর ডেনিম গড়ালো এটিলা ওটিলা। ডাঙায় পাটাতন গিরলে তাজঝিন বীয়ার ঢালার মতো সন্তর্পন ১৬০ ডিগ্রি রম্ ঢালে তাজঝুমদের পেট-ডাগরা গ্লাসে গেলাসে। অথচ গাউনের জাফরি কাপাস আলফাজ দু'হাতে আলতো রুখে তুলে সম্রাজ্ঞীর মতো যে নেমে এলো সে তানোম। তেরেনোম লোন অ্যালোন কনভিকটেড অব শপ লিফ্টিং ফ্রম আ বীভারলি হিলস স্টোর নেমে একটু পিছিয়ে পড়তে চাইছেন। নীল কাঁচদুটোই র‍্যাদার ইন্টারেস্টিং, কাঁকড়া যুবকদের দাঁড়া সাঁড়াশি ইনানো বিনানোয় গুঁড়িয়ে যাচ্ছে উদ্বৃত্ত খোঁদল ধুপগ্লাস, ফাটল ধরছে পাথরিলা কাল্ট পাহাড়ে, জলে চিড়। সানস্ক্রিন না থাকলেই দ্যাখা যায় ঢেঁকিতে পা পছাড়ছে বিষহরির আর সানকি সানকি ধান এগুচ্ছে শনকা। সাপের ক্ষুদে বাচ্চারা না শালী বেউলা, না সাতডিঙা, না সওদাগর চাঁদ কিংবা লখী, গুটকা লবীর খোক্কসী নেউল রূপতরাস শুনতে শুনতে ঘনিয়ে ওঠে তাদের বদ্দিপাড়ার দুধকলার আয় ঘুম যায় ঘুম। তো আজ দু'পহরে তাজঝিনের কক্সটেল পালকে দূর দূর তক কেউ নেই। নাও-মুটেদের শ্যাওলারঙা জামা আর বেবার ধোতি ওই চোদ্দহাত ফ্যাঁসা পাল এসে পাত পাড়ে হল্‌দিরাম, হিলসা সরষে, সাপের শাঁসালো কিমা কলিজা, দারুর ব্লাডিমেরি দমক চমকে —

দি ভার্টিক্যাল রেজ অব সান

গ্যালোবার গোধরা থেকে একটা জরুরী এস টি ডি আর আমরা দুটি ভাইব্রেটরের জিম্মায় আপনাকে পিছমোড়া ফেলে প্রায় বিশ মিনিট রিসেপশনে। ভোঁকতা শেফার্ডদের চোখে একটা উৎকণ্ঠা যা আমরা শুরুতে ইগনোরই করি, আব্বে কুত্তা কিৎনাভি সেনসিটিভ হো ইনকো ক্যায়া মালুম বহ্যানচোদ! ল্যাচ ঘুরিয়ে ছ'নম্বর কেবিন খুলছি, অ্যাজ ইউজুয়াল লাল আলোর দমক, হুগো বস আর পার্টি এনিম্যালদের ফেভরিট বলে যা চালিয়ে থাকি চাদ্দেয়াল ফ্লোর ও সিলিং থেকে উৎকট ফ্র্যাজাইল জাঁ পল, লিলিয়ান টু-র যেন নিজের হাতে সাজানো ঝুরো সেরামিক চাইমস ও ক্রিস্ট্যালস; কিন্তু একী, ও মাই গড, ম্যাডাম কোথায়? ঘরময় আছড়ানো ড্যানিয়েলস ফাক্ মেশিনের পার্টস পার্টিকল্‌স সানসাইন অল-সিলিকন টরাস পেনিস। অররে কঁহা গয়ি? অব্বে ঢুণ্ড শালে ম্যাম কঁহা—

মোটামুটি নাইনটি ফাইভ টু হাণ্ড্রেড কম্প্রেশন রেঞ্জের প্রথমে একটি একলিপ্স, তার মিনিট দশেক পর একটি ব্লিৎস বল গর্তে পড়ার জাস্ট কয়েক সেন্টিমিটার আগে আচমকা সুইং নিয়ে গাঢ় ঘাসের ওপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে চিলতে রেজর্ট ও প্রোশপের ফাঁক গলে হারিয়ে যায়। এবার লোয়ার ক্লাবহেড স্পীডে হাঁকানো একটি লেডি বার্ড যখন গ্রীনারির ওপিঠে স্পিন নিলো, সমস্ত গলফার বলবয় আর লেন্সম্যানেরা পড়ি কি মরি খোঁজ খোঁজ চেজ করতে করতে এই ঝরনার ধারে। দু'দিন আগে কাগজে একটা হিউ অ্যাণ্ড ক্রাই নোটিশ। খবরটা ছাপা হওয়ার দিন সকালেই ধাঙররা বলছে মর্গ থেকে জনানীর লাশটা নাকি হাওয়া! ঝোরার জলধুন্দ বেপনাঃ জল-শিলা ফ্যানার উছাল আমাদের সামনে এখন যে নারী শরীরের দাহিনে ফেন্স, বামে খাই আর অপরাপর হাঁ মুখ, তা হয়ত শেয়ালে হিঁচড়ে আনা সেই লাওয়ারিশ বডি! একী ম্যাম আপনি! হোয়াট আ সারপ্রাইজ! জিয়ান ফ্রাঙ্কোর ভেজা ফ্লোরাল সি-থ্রু গাউন ছাপিয়ে যোনিটার্ফ আর দুই বোঁটার খয়েরী রঙ আহা! যে বল দুটি আপনার জঙঘার খাইখাই থোলো মাংসের ভেতরে সেঁধিয়ে গিয়েছিলো তাদের শিস দিয়ে এখন ফিরিয়ে আনতে চাইছে কাতর লেডি বার্ড। আপনিও ফিরবেন চলুন। মেশিন ভাঙার দুঃখ আমাদের নেই, জিন্দগী রহী তো ছেশ ডলার কমা লেঙ্গে দুবারা! হ্যাঁ ইনিশিয়ালি আপনার অ্যাকাউন্ট ডেবিট করা হয়েছিলো পরে আমি নিজের হাতে এন্ট্রি রিভার্স করি। আর এবার আর কোনও মেশিন নয়, জিতাজাতা পুরুষের হার্ডকক্ সুঠাম শরীর আর অগুনতি ছবি, ভিডিওজ, টিনস, ব্লণ্ডস, ব্রুনেটস, ভয়েউর, থ্রি-এক্স, ফেটিশ, ইন্টাররেশিয়াল। আপনি চোখ বন্ধ করে ভাবতে চেষ্টা করুন— ফরটিনথ মার্চ এবনি থেকে যে এম এম এফ থ্রিসাম ডাউনলোড

```
<টেবল উইডথ = "100%" সেলস্পেসিং = "2" সেলপ্যাডিং = "2" বর্ডার = "0">
<টিআর> <— রো1—>
<টিআর অ্যালাইন = "সেন্টার">
    <টিডি কলস্প্যান="4"><বি><ফন্ট ফেস = "এরিয়াল বোল্ড" সাইজ = "3" কালার = "# এফ এফ এফ এফ 00"> বয়
    ডু দিজ বিচেস স্ক্রিম? স্ক্রিম লাইক দেয়ার পুশিজ গট টর্ন ! </ফন্ট></বি></টিডি>
```

তার সাউন্ড অফ করে পাভারোত্তি উসকে দিচ্ছি। যাট এম এল ভদকায় দুটো আইস কিউব গলে যতটা জল এক টোঁকে আর শরীরময় আঙুলের বিছে-পা সিয়াৎসু — আপনার ঘুম আসে, সকালে যখন উঠছেন—ফ্রেশ—ক্লিটে কোনও ব্যথা নেই না আমার জিভে অসারভাব; কোর্সের ঢালাও হোয়ার্ল সবুজে রাতভর কেবিন এক নুনের পুতুল গলে যায়। হিচহাইকার তিনটি বল ঘাসে ডাহুক ছানার মতো শিশিরে ভুতু ভুতু স্যার আপনি কফি নেবেন? ম্যাডাম আপনি? কফি?

দ্য লিভার ইজ দা কক্স কোম্

পাথরগুলি জড় করে আগুন দিয়েছি। প্লেইসটোসিন ফঅনার শেষ ঘোড়ার লিঙ্গ থেকে পাংকচারড পূঁয-পাউচ এক হলদে ঈষৎ ভোর এলো ধওলাধরের বুনো চিয়ারসকিউরো প্রম্পটে। সিলিং থেকে নাবিয়ে আর্শাইলের লাশ এখন দোল খাচ্ছে গেরোবন্দ পাইনের নেটনী হ্যামকে। ওয়েটার, হেয়, হেয় য়ু, কফির কাপটা একটা প্লেট চাপা দাও। নাজমাবানো, ইক নথনী গার্ল-নেক্সটডোর লুক আইটেম সি নশেলী তার মিডনুন খররাটা সিয়েস্তা যাচ্ছেন মঁসিয়ে। গোর্কি ওঠো, ক্যানভাসমুখী এক এসক্যালেটরের হামা ঢেউয়ানি বইছে ফারের লীফি আউটফিটে। হেয় টাওয়েল, লেদার নেক ব্রেস, তোরা ডুব মার চুবড়ির খাণ্ডা এনামেলে। মাঞ্জার ফ্লুরোসেন্ট বাল্বগুঁড়োরা আয় ডেড নক্ষত্রের রাত-রঙা অ্যালুমিন অফরা-তফরী ঘুলটে যাচ্ছে পাইন্টটাক থ্রি-এক্স স্পিরিটে। আঃ কত মদ আজ! পোলকের কোট-পকেটে একটা হাফ। হ্যাণ্ডসাম, অ্যাথলেটিক, আ হেড ফুল অফ শ্যাগি-ডগ স্টোরিজ, নিউ জার্সির জাহাজ-টপকানো সেই ড্যাশিং ব্লণ্ড ডাচম্যান জ্যাকেটের জিপ নাবিয়ে একটা ফুল। জুয়িশ ঘেটো থেকে হ্যাশিশ হাথেলীপে এক নিগ্রো এসকেপী। আমি নিকম্মা এক কোয়ার্টার আগেই চড়িয়ে একটা মাদী শুয়োর শিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মশালেদার ঝলসাতে পুরো একটা ঘন্টা গ্যালো। গ্রীসিয়ান প্রথায় যদি চাবকাও ঘোড়াদের গোথিক প্রেত-সিল্যুটগুলি ভেঙে পড়ে। ওঠো আর্শাইল, আঠেরোটি বহতা সিঁড়িতে দলা-শ্রাউড এক প্রকাণ্ড কেন্নো উঠে গ্যালো রঙ ছোঁড়ো কাম্-অন্। কোর খাওয়া আঙুল-নোখনাখুনের দু'থাবা গ্রাস গা-বমিবমি গলে খসে পড়ি টেরিডোফাইটা। জুলিয়েন লেভী আজ বারম্যান। পাইনের পাতাকে পাতা এফ আই আর খিলাফৎ বয়ান দিচ্ছে বিলভেড রেণ্ডি বাঁদিরা—

ডুগডুগি

ছালাম আমার লাঙ্গুরডারে দ্যাখছেন মিঞা? জিগরটুকরার এই চাঁদ মাথারীর আলোয়াল ছাদনার ভর পড়েছে রদ্দি তস্য রদ্দি খণ্ডহরের হিটকি পলেস্ত্রায়। গাঁড় ওল্টানো বাদুর নহেলপে নেউল আর সাপের দাঙ্গা দহেলা। বিপরীত প্যাঁচ খুলতে খুলতে রডে ঘড়িরীত পেঁচিয়ে উঠছে দোমুহার মুখোট আর আয়ানের আম্মি ও চুদক্কর ফুফাজানের ভিগি বেডকাপড়। কো নহী জানৎ শরপে ফেট্টি মলমলকা তাহে মুর্গাফুল থোৎনায় মিট্টির চকাচ্চক পমেটম কুমার দিলীপ তিহারো নাম বাপু কই গেলা আবো রে কদরদানের ভিড় যে খামতি নেগেচে —

লোকালে টু অ্যাণ্ড ফ্রো বিনটিকিট তনহা ফিরিউলা। পটরী বদলের খলখল দহ্যাশতে গর্দানের চামলোম খিমচে ধরে লালটোপি মাওয়িস্ট লঙ্গুর। ভুখাল্যাংঠাকে দাওয়ায় ঘটিজল মেথী পরোটার আচারী লপেট দিয়েছিলো অষ্টমাতৃকার এক সালকিয়ার বিদিশা বিশ্বাস। গলায় চার গেরো রুমাল আর ঘাড়ে অনুভূমিক লাঠির এই রেল্লা এই মাস্তান হপ্তা কালেক্টরের ইমেজটা ছেড়ে বেরুতে চাই একটা পেরজাপতিঅলা টয়গানও যদি থাকতো মহেরবানদের দ্যাখানো যেতো নলছ্যাঁদায় বিপ্লবের গুলিস্তাঁ ডট্সাইট। ও ফুফি তোমার তো কপাল পুড়লো গো! আয়ানের আব্বারে কও বিবিরে জলবিছুটির হাম্পু দিবো শোগায়। মেঘহ্রদ থেকে প্রেম এই সোঁদাল ঘুম তাড়ানিয়া বওছাড় হলো ডেথেদের ভ্যালি ও ভিলায় তারপর যে রদ্রু উঠলো চোখ মটকে ঘুমের ভান আমাদের সোহাগচাঁদ দ্যাখে টুপিহীন শ্মশ্রুহীন মুণ্ডিত গেরিলা চে নাচছে খৃষ্ণ খনশাস। তাবৎ স্ট্রীট ফাইটাররা খণ্ডহরের ঝুরো ইঁট সে ইঁট বেজে উঠছে হাপুস কীর্তনীয়া। সব ঠিক ছিলো কিন্তু এই যে এই অ্যাগোরাফোবিয়া ইৎস ভেরি ভেরি ড্যামেজিং। ওরে আওরে অ বৃহল্লাঙ্গুল চাকা চাকা ঢিল পত্তি নেগেচে। সাত উপোসী মত্তি বসেচে ছ্যালছবিলী তুহার লুগাই কুত্তি ব্যাজন্তিমালা—

তামসী

ফিটেস্টদিগের ইয়াদগার সার্ভাইভ্যাল। বিড়ালচলনে পিছিয়ে পড়ছে মহামায়ার পাফাঁক ফোকরের জি-স্পট আদ্যাশক্তি। মাগুল্মের কাঁখ-ফাটা পাতার হেরিটেজ কলামকারি থিতু আর্চছায়ায় বেকনের ব্রাশ-স্ট্রোকে জেলাটিন জিয়নস্টিক ঠিকরে গজিয়ে উঠছে বুড়ি বেশ্যাদের খোখলা মুণ্ডচাইমের টুইঙ্কল। ইটসি-বিটসি টিনি-উইনি একেকটি সুইমস্যুটের তেপান্তর ঘাসজনন থেকে মূর্ছা খসছে রোদ্দুরের হলুদ পলকাডট পঁহুছ। মহামায়া মাদারহুড, ভীজেয়িং, আইটেম গার্লের নাঘরকা ছোবনার ভেংচি পিংপং লুফতে লুফতে জাঙেঘর চ্যাতানো ডানাহাওদার টোপলা গোস্ত ফ্লোরাল জোছন ফাটছে। বুলিশ তাই এফ-অ্যাণ্ড-ও এপ্রিলের শপিং-হটস্পট ছ-ইউনিট কল প্লাস এগোচ্ছে অক্সফোর্ড স্ট্রীট। মাছ-হান্টারে কোপানো জল হাঁ-র দশ দল্লি স্ত্রীচিহ্নে আকজ্জি দস্তানার সুরঙ গলিয়ে নিচ্ছে উঙ্গলি লার্ভারা। চাইম ফাঁকিয়ে হাওয়ার পরাঙ্মুখ ক্ষেতভর শাকম্ভরীর পা-আহটের বিঘাত ঢলআউশের নিংড়া জওয়ানী। মহামায়ার এখন গতর মৃত্তিকার। বদলে নাইতে নাবছে আইনার টলটলে নকাবপোষ সুরৎ। উলু দাও দিঘিবেড় শাড়ির আড়াল দাও কুমারীদল। বুড়িদের লড়ঝগর খলখল হ্যাহ্যা উড়ু চোঁচ বিঁধছে জলের কাকচক্ষুচ্ছদে—

থান

লাইলাহাইল্লিল্লাহ
হজরৎ বীর কী সলতনৎ কো সলাম
বী আজম জের জাল মসল কর
তেরী জঞ্জীর সে কওন কওন চলে
মোর এক রেতের ভাতার যখন রেতকাবারি কোতলায় লুঙি বান্দে উয়া বৈঠা মোতে যোগিনী চৌষটের দুই হাজার আটচল্লিশ ঝিলিক এঁটুলি দাঁত তারে ছ্যাঁকে ধরে। কালীর ঝুমরার তালে চাঁদের এই কুহৈল খিলখিল শ্যাওড়ার জোনাক মিনসা তারার থান ওই মাতঙ্গীর রেতকালের ভিগা নাটকাপাস পেরোয়ে যেওনি এ জোনাক ভিরমি হেমেন ঠাকুরতারও ছেলো
বাবন ভৈরোঁ চলে
দেব চলে
বিশেষ চলে
হনুমন্ত কী হাঁক চলে
নরসিংহ কী ধাক চলে
নহী চলে তো সুলেমান কে বখৎ কী দুহাই
এক লাখ অস্সি হজার পীর প্যায়গম্বর কী দুহাই
কইগো বটঠাকরুন আইজ আর পোনা মাছ না পোনার মায়েরে ধইরেছি হেমেন কই? সারাডাদিন চৈতমাসের বাখাল আর দ্যাহো অহনে এই তিলিসমাত ম্যাঘের ভেল্কি আর বাউঘুরনা মিনসার ফিকর নাই উসসিলার পানিতে বাত রাইন্দা খাওয়ামু বোজবে অনে গ্যাছে গাছ কাটতে। কী কয়েন! রাঘব গোঁসাই থানে বে দেছেল বট আর অশথে সেই গাছ। কয়েন কী বৌঠাইন—মাছ তোলেন—আমি দেখি গিয়া ধরি চুদির ভাইরে!
সুলেমান প্যায়গম্বর কে চার মুবক্কিল
চার মুবক্কিল চহুঁ দিশি ধাবে
আন্ধার অজৈদহা ফুডিফাডা কুড়ালে কোপও খায় নাই দুই গাছের এক গাছও হেইহেই ধেইধেই হেইহেইহেই ধেইধেইধেই হেইহেই ধেইধেই ওঃ করালীর সেই কি ঝুমরা আর গাজি গাজি জোনাক জোনাক কুল্লারির ফলায় জোনাক গাছে ডালে হুই মগডালে কাগশকুনের বাসায় জোনাক চোখে শ্বাসে জোনাক বুকের মদ্দিখান কাশলে গয়ার উঠে বিজবিজ জোনাক
মেরা ভেজা সওয়া ঘড়ি
পহর সওয়া
দিন সওয়া
মাস সওয়া
সওয়া বরষকো বাওলা ন করে
বাচা চুকে তো উমা শুখে
বাচা ছোড় কুবাচা করে
ধোবি কী নাদ চমার কে কুণ্ডে মে পড়ে

মেরা ভেজা বাওলা ন করে
জন্ম নাস্তিক কোনও ইষ্ট দ্যাবতা নাই তবু কোইথিকা জিবে রাদামাদব রাদামাদব মহামায়া হাসে। মুখে অক্ত অক্কাৎ উঠি মলো হেমেন। ধুতরার ছোবায় তার শরীলে যহন লোকে হোগাব্বুৎ উসটা খায় তহন বিষ্টি বারীশ বাহাত্তুরি নাছোড় বরিষণ তিন রাতের বাসী ভ্যাটকানো মরা রেইখে ফিরতি আসে পাঁচ মাথা পুঙ্গির পুত জাইল্যা হারান। শিয়ালে খাওয়া হেমেনের শরীলে আজও ঘাও পাঁকুই পাদদরী কোতলার হোগলায় মউলের রুয়াম বাস ল্যাক ল্যাক হইলদা পুঁইজ চাটে নুনছাল। নথের একখান টিমটিমা রত্তি ঘাসফুল জোনাক মিনসার লুঙি খামচায়া ধরে জিবে কুইন্দা ছ্যাঁকা দ্যায় যোগিনেরে। ও ভাই ভাতার ফেরো গো নিমবরগদের বান্দা কুয়ায় চুপি ছায়া দ্যাখে নিজির আর ছায়ারা থুথুরি কাপাস মিইশ্যে যায় ম্যাঘের হেকিমী দোয়াতে। ফেরো গো শোনো ওই নাচ শুরু
শব্দ সাঁচা
পিণ্ড কাঁচা
ফুরো মন্ত্র ঈশ্বরোবাচা —

ক্যানাইন ভ্যালি ফীভার

হুকুম স্লেজপথে সাত কুত্তার জিভ থেকে কুতিয়ার ঝাগ র‍্যাবিজ টপকেছিলো ফলে ঋণাত্বকে তল্লাটের বরফ গলছে লীলাচ্ছল —

হুকুম জুমক্ষেতের কার্ফিউয়ে চাবকে ছেড়ে দেওয়া ইনমেটদের ফিংগারিং দেখুন। ধিঙ্গিমাই ফক্সট্রট হকলালো কালপেবল সাধু সাধু হোমিসাইড নট অ্যামাউন্টিং টু মার্ডার। লেবু ফালি ডাগরা জিনগ্লাসের ছলাঙ কাঁথাফোঁড় পুল পূবের আয়ুর্ভেদে সাঁতরে উঠছে দ্বারিক কবিরাজের বডিডাবল —

হুকুম এমব্রয়ের রাত তো নিকল পড়া। নাভি নথ আর স্কর্চিং বোটুলিনাম বিষ এলো প্যারালাইজার। ফ্লেয়ার্স ফিরে চলেছে স্যাণ্ডব্লাস্টিং হুক হ্যাঁচকায় ফাটা জিপারদের মধ্যিকার নুনছাল যৌন করাত —

হুকুম সারকামস্ট্যানশল এভিডেন্স কিছু নেই। সোডিয়াম আলোয় ডার্ক গ্রীন ওপেল অ্যাসট্রা ব্ল্যাক সিয়েলো ভ্রম হয় কী না তা তর্কসাপেক্ষ। এ মুহূর্তে ডিফ অ্যাণ্ড ডাম্ব আমাদের ইকলওতা উইটনেস আঙ্গুলের নাচন বলছে কুতিয়ারা সংখ্যায় তিন লেগি কোরিয়গ্রাফারটি ভেতরে আড়মোড়া টোকো হাই তুলছে ধানুকি, বনেটে বাকি দুই চ্যাটের ডিজাইনার হুররা স্লেজ এলো কোটরে থবু সাপ দেখে চড়ুয়ের কীলকার ঝরে পড়ে ঝাপটা বরফিলা —

হুকুম চোদ্দ বছর পর ভ্যালিতে রোদ এলো রজঃদর্শন। আর কি ফ্লো! দশ দশ ভাঁজ ন্যাতার লুপ এই ঠুসি এই ঢোল জবজবে। প্রতিটা দেওদার চূড়া থেকে লাভা রিমিক্স ঢলছে শালতলি পাইন মোহল্লা আঁধিয়ারা চম্‌ড়ি দম্‌ড়ি। ছয়ডিঙা ডোবার পর জলে সপ্তম স্লেজের রেগাটা। প্লাবন পাইরোক্লাস্টিক দশ লাখ চারকোল দারু অবতার ভাসছে ফটোশুটস ভুরা ভোর দিকচক্রবালে —

মেটাল

নহেরের উপজাউ এই বিভাজিকা দাক্ষিনাত্য। সাউণ্ড আলট্রাদের স্যাকহ্যাভার অ্যারাউজালিকা চাইছে তোর আমার ঠাটাক আর ক্রাল ফাটিয়ে বেরিয়ে আসা মেয়েদের গোঁহাইন লীড গীটারের ইমপ্ল্যান্টস টুঁটি ঘেঁটি দাখিল হোক গ্রাইণ্ডকোর টুচ্চা নাখুনে। মেঘের ডরাবনি সিঁদুরলিবাস এই হেলিজলপ্যাড। ওয়ারমেশিনের স্লেজকাতার দণ্ডীর পাক পয়জারে হ্যাটহ্যাট খেদিয়ে নামছে এনলাইটেণ্ড নুডলিং। কপ্টার উড়ে গেলে গাছেদের স্নোবল্ড থ্রিল শিউরে উঠছে সাইক্লোন। স্ট্যাকাটো-উইদ-বল্‌স্ ডেথমেটাল ভাঙছে কর্ড চার্জ ড্রামারের জীয়ন-মরণ দুই কাটি গবাহি বয়ানাতে —

রেলরোড হাংগার

সিন নাইন্টিফাইভ শট সিক্সটিওয়ান টেক থ্রি ঠাক্। শুনিতে কি পাও পোস্টইণ্ডাস্ট্রিয়াল পিনড্রপ অন দা রেট্রোকালচারাল ফ্লোর? ফেসপ্যাকের সারপ্লাস মিক্স অব লাইভ অ্যাণ্ড লিপ-সিঙ্কড্ ভোকাল্‌স্ উড়ছে রাউটার পাথের খ্যাপলা তহেসনহেসে। উইথড্রন রিসীভার রাতভর যে টোন খেঁউড়ালো রিডায়াল রিপিট ডায়ালে ভোর কবুল হলে নেকড়ের দখলী হাউল আর ইউণ্ডমেশিনের খোয়াইশপ্রাইস গলছে ডীপ ভি-নেক হল্টারের ডৌল থ্রাক্স লাচিতে। চোখে ঠুলি ছিলো বেতো ভাড়ে কা টাট্টুর। ফগফাড় রেল প্যারালাল ছুটতে ছুটতে রোডট্যাক্‌ল্‌সের অলগ থলগ জুদা কিন ও কিথেদের জোট এখন চাবিয়ে ফেলছে কুত্তি চীজ এই সাঁটা জিন স্টিরাপ লাগাম। হোলহুয়ীট টোস্ট শ্রেডেড চিকেনের তরে আজও মহীনেরা চরে। চেরা সাপজিভ লং ঘূর্ণি প্লেয়াচ্ছে ক্লিট কুঁড়ির ছিলকা নিওলিথ দুব্বো র‍্যাম্প লেবিয়্যাল উপছা খিলানে —

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে দক্ষিণ কেপ ভেরদের পশ্চিম-দক্ষিণপশ্চিমের ট্রপিক্যাল নিকোলাস তিন দিন ধরিয়া উত্তরপশ্চিমে 80KT অতঃপর সাফির সিম্পসন স্কেলে উত্তরে 17-2-1996 তারিখে ননকনভেকটিভ রেমন্যান্ট লো বারমুডার 505 n mi পূর্ব-দক্ষিণপূর্বে এক্সট্রাট্রপিক্যাল হইয়াছে। উক্ত 17-2-1996 তারিখে সম্পাদিত স্কোয়ারকোন প্যারাশূট ওস হইতে চার স্নাইফার ডিজিটাল ড্রপসোণ্ড আর তাহাদের পয়েন্ট ফাইভ সেকেণ্ড প্রতি ওজোন ডেফিসিট, রেডিয়েশন ট্রান্সফার, ট্রেস গ্যাস, দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, ঊনপঞ্চাশ বায়ু ও থার্মোডায়নামিক ডেটার ইচ্ছাপত্রের প্রবেট পাইবার প্রার্থনায় বাদী ইভান মাননীয় জেলা জজ আদালতে এক দরখাস্ত করিলে তাহা MIS case 393/96 নম্বরে জমা হয়। পরে 100 মিলিওয়াট 400 মেগাহার্টজ্ টেলিমেট্রি শ্যাসিতে ট্রান্সফার হইয়া OS.6/2004 GPS কার্ডে প্রসেসোন্মুখ 1200 বড FSK সিগনাল হইয়া বিচারাধীন আছে। এক্ষণে উক্ত উইলের প্রবেট লওয়ার বিরুদ্ধে ক্রুরা, বহুলা, প্রত্যক্ষা, রৌদ্রমুখী, কালরাত্রি, মহারাত্রি, মোহরাত্রি, কাহারো কোনো প্রকার আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচারের ত্রিশ এল নিনো দিবস মধ্যে অত্র আদালতে হাজির হইয়া যথা কর্তব্য করিতে পারিবেন। অন্যথায় মাফিক আইন আমলে আসিবেক —

ব্রজঘাট

জল ঢুকছে আখিরকার উড্ বি সারোগেট এই পুণ্যিপুকুরে। দাঁড় লগি আর ট্যাটার ঠাপ মাড মাদমের ট্যাটুড মিডরিফ থেকে কলস্বনশুনানির আপীল পড়ছে ডিঙাদের পাঁচমাথার এজলাসে। বৃষ্টি সেই হলোই না। বিদ্যুজ্জিহ্বায় কোয়াগের শরকাটির ইন্ধন জ্বলছে চিতা। মৃগরা উঠে এলে ক্ষার খইল নিয়ে তদ্‌তদ্ মহেজবিঁ তৃষারা নাবছে বুক জলে। নটা তেত্রিশে বারীনের ঢিট নুনপুতলার আজুতে সায়র বাজুতে গঙ্গারাম স্লটার হাউজ মুছে যাচ্ছে লাবডুব বলয় গেরাসে। খুলছে গাগরীভর কোলেসপ্রেমটেরলের দিগ্বিদিক্ পুণ্যিমের নীবি ও বাজুবন্ধ। হৃৎমুখো ফিরতি রক্ত খুশগবার বাইপাস ধরছে ঘটিকা দুই দশ অনুপলে। ডিভাদের জ্বালানী জলবয়নের নিশ্বাস ফেটে ড্রিপ এখন স্যালাইন। দস্তানায় লাফিয়ে উঠছে ফরসেপ, হাসান তারিকের বঁটিতে শান খাওয়া দোধারি সার্জিকাল ব্লেডস্ ---

নিশির ডাক আসছে অ্যাওরটা, ভেনাকাভার কালভার্ট বার-লাউঞ্জের উই আওয়ার্সে আর স্লিপার গলিয়ে অনর্গল বেরিয়ে পড়ছে ভাল্‌ভ ট্রিকাসপিড পাল্মোনারিরা। ল্যাসারেশন না হলে গ্যাঙের এই দুদ্দার বাইটার্ন রেপ বরং চরম প্রমুদে। জোহরাজবি ভেন্ট্রিকল যমজের ক্যারাভান এসে হল্ট করছে তীরভূমি আর টায়ারের ডিজাইন থেকে হিলহিলিয়ে উঠছে পাঁকসাপ যৌন ভেনিউলস। পাঁচ লাখ কিউসেক রক্তে ঢোল আমাদের যে ব্লটিং রুকস্যাকগুলির বয়া উজানে খেদিয়ে নিয়ে যান শচীনদেব, চইচই ডাকের জবাবী ডেফনিং শিস উঠছে বাতানুকূল ক্যায়দে বামুশক্কতে, বুদ্ধুভুতুমের ঢোলডগর, নিপতনে সার্চলাইট ঝিমুচ্ছে নবাব ব্রাহ্মণের দেড়শ বিঘে ছৌ জাগীর জিরেতে —

জোঁক

বিছনাদের এমন ভাঁপ ত্রিশ ত্রিশ ঠাপে বিড়ালমূতগন্ধী ঘামিয়ে উঠছি রাঁড়ীদের চামউকুন ছারকীটের লার্ভা গর্জিয়াস। চোখ গ্যালোদের জন্য যে যে মওসী আর দল্লিরা রেটিনা কুড়োতে গিয়েছিলো স্ক্রুড্রাইভারে স্ট্যাবড্ গলির হাতুড়ের লাস্ট ওয়ার্ড ছিলো – জোঁক। একাধারে অপটিক নার্ভ, ড্রাই আই সিনড্রোমের নিদান, একাধারে সিনিক ছ্যাঃছাতারের ভোকাল কর্ড এই জোঁক নুনপানির লোকুলা গরারার গুনগুনা খুনছিটা বাবল্ বুনছে কার্ফিউ একশো চুয়াল্লিশে। ঘরটা বদলান। পেট্রলিং চৌরাহা অব্দি থেমে যাচ্ছে অবশ্যই। চার রুটি পেঁয়াজ তরকার খোরা নিয়ে টঙ্গে সেঁধিয়ে যাচ্ছেন আটটায় কিন্তু বারোটায় ফের চিরুনি টুঁড়ছে বেয়নেটে পাক খাওয়া কোঠেওয়ালির আগুন পেটিকোট। তেতলার জানলা থেকে অগলা দোতলা ছাতের দূরত্ব ফার্লং দশেক। বুড়ি খানকিদের শাড়িগুলো এমন পচা যে রেলিংয়ে বেঁধে ঝুলে পড়লে ছিঁড়ে পড়ে যাবার হেভি ভয়। বরং সিঁড়ির গোড়ায় এক্স-রেটেড ভাদ্দুরে স্কুবিডু লটকে দিন কাহারের ব্লুটুথ কামড়ে। ব্যানানা ফ্লেভার্ড কণ্ডোমগুলির কতটা ফুডভ্যালু জানিনা; গিঁট মেরে রাখবেন কেননা হাওয়া এখন এতটাই গরম তারা ফেঁপে ফেঁপে উঠতে পারে হার্ট শেপড্ লিটল্ গুব্বারা। আর তখনি কয়ামৎ। বচাকুচা কার্তুজের ঘুমতা বলশয় তোর ওর ব্যারেলে ব্যারেলে। মওসীজী আহো, নমকিন জোঁকরক্তের একএক কাৎরার তরস দ্যাখো নাকাবন্দ প্যায়াসা খটমলে —

শকুন

রেড রোজেদের ডিনার হলোনা। ক্যাণ্ডললাইট ফাকিং চাখছি সিরিঞ্জের ঊন্হনচাশ ক্রেজি বায়ু বুলবুলার অ্যাঞ্জাইনায়। পিছওয়ারার পাথুরে মাটি ও মহতরমার ভালভ ও ভালভার ডুয়াল পিরানহা ছিটকে ফেলছে ফাওরা আর পেভ ম্যানিউভারে চরখি চক্কোত্তি হর্নি ভ্যান ফেটে বেরিয়ে পড়ছে কদাকার কুত্তা খাকিরা। হ্যাণ্ডকাফের ছিকলিতে কোপ মারে একটা কুড়োল এগুচ্ছেনা রেবতী বৈধৃতি রাত্রি ছয়টা আঠেরো। পাঁচিলের ওপারে লাফিয়ে পড়লে হাউণ্ডের ঔঃ ঘেউয়ানি সার্চলাইট ভোর জ্ঞানে হরপ্পার শকুন নেমে আসে তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট নখরের চিরফার সপিণ্ডন তীক্ষ্ম সন্ত্রাস। তো আপনার স্যাটেলাইট দ্যাখাচ্ছে হাইড আউট হেভিলি গার্ডেড! বকোয়াজ হ্যায়, জুম করুন, স্লেজ হ্যামার কিছু দেহাতি ছেলিয়া। আপনি জানেন্না টি এন টি-র ন'গুন এনার্জি কনটেন্ট একেকটি কুকিজ চকলেটে। বারুদ ভাঁড়ারের বেয়াদপ কুঠরীর পর কুঠরীর ঘ্যাংটা ল্যাবিরিন্থ আর বোয়িং সেভেন থ্রি সেভেনের ঢের ঢের ছোট লো অল্টিচিউড ফলে র‍্যাডারে ধরেনা এয়ার ট্র্যাকটর পাঁচশো দুই এই পিদ্দিসি মাসুম ক্রুপডাস্টার মেরি জান। ১২/১০ গতে যাত্রা মধ্যম-পূর্বে অগ্নিকোণে ঈশানে নিষেধ। যতী ব্রতী দ্বিজগণের পাকদ্রব্য নিষেধ। পাঁচশো লিটার জ্বালানী ট্যাঙ্ক ফাটে ওভারহেড সেচকাজ গ্রাউণ্ড জিরো খেতি ও বাড়িতে —

মিড সামার নাইট্‌স্ হাউল

খিসক্‌লে অয় চট্টান
মড়া ঘাসের নিচে ঠ্যাং ফাঁক সাবিত্তির মাদি গুবরেদের ছিছিক্কার পিং করছি
রিকোয়েস্ট টাইম্‌ড্ আউট
রিমোট হোস্টদের জানানো যাচ্ছেনা
বেঙনি লোকো-উইড চাবানোর পর মাদারা কোনো ভোস্রা শোঁকেনা
সিগনেচার ডাবল্ অ্যাটাকে খোঁয়ার ধ্বস্ত
রোদব্রু-র হাহারা ঢুঁড়ছে শুয়োর বোনম্যারোর
গ্রাম-নেগেটিভ নন-মোটাইল কোক্কোব্যাসিলি ব্রুসেলা সুইস
ছ'হপ্তা ট্রাইমেথোপ্রিমসালফামেথোক্সাজোল গেলার পর হকিকৎ এটাই যে
গু খাওয়ার আগে খানিক গা গুলোতো শুয়োরীর
এখন এলাটিং ভমিটিংয়ে ডেলা ডেলা রক্ত উঠছে সই লো!
শিক বাবার চ্যাড়চ্যাড় বলে ভদ্দেশ্বরে পাল্কিফোঁড়
রাগমোচনের পরোয়া রাখেনা
ডাল ডাল মেঘ কার্ডিওভ্যাসকুলার
পাত পাত বাবা জেনিটোইউরিনারি হেপাটোবিইইইলিয়ারি
চওথের চ্যাংচ্যাঙা ব্রাহ্মক খুলে গেলে দাহিকা ব্রণযুগ
জ্বরপথে এক্কা ছুটছে দোক্তার ট্রান্সফেলোপিয়ান কুটনি থাম্‌নেল
শূকরযোনীর ডক্সিসাইক্লিন-রিফ্যামপিন কম্বোর রাত বিকোচ্ছে এঁইজ্ঞে পইনচাশডা ট্যাহায় —

ওঠো ওঠো কাঞ্চনমালা

লিকুয়াসোনিক ট্রান্সমিশন জেল পোঁছে হে এ ন্যাকড়া
কণকণ রেশ্যার বিগড়া লওণ্ডা কাছিয়ে নিংড়ে ফেলছে শীট্ উগ্গা বেসিনবমি
তারার আলো থাকতে কাকভোরভোর যে বর্গীরা বেরুবেন
শেয়াকুলে ফালা রাতভর ছউলু পিদিম জ্বলছে তাদের হারেম
আর সলতের ওপর ডিঙাশুদ্ধু উপুর দেওয়া এক দীঘল জলচ্ছদের নাম কাজলা
নায় নাই রান্দে নাই পাঁজা বাসন তর মায় দেখি ঘুমায় অ পরাণ!
তাগায় পাড়ানি মাসীরে বান্ধ দিছো আঠুতে মাজা বাইয়া পিসির
মগরা বিষ তহন অনেক উচাঁয়
মারেন কাটেন কত্তা ধান দিতি পারবুনি এ বচ্ছর
ঢিলাইয়া মারা দুইশ বুলবুলির খাজনা লইয়া যান –

দরঅসল ধাউরের চোপায়ই বল
চুন্নীমাগীগুলানরে বাসে লামাও টেপাবি চেল্লাবি দশটাকা
এঃ ধমতল্লা এঃ হাওড়া হাওড়া হাওড়া হাড়কাটা গিজগিজা কাক
অভাবটা ভাতের
মা নাই মালসায় কেউচ্ছার ছিলুবিলু কে খায় কার হিম্মৎ সাপ ছাড়া
রানীরে কইলাম শুয়া আমি দুয়ার প্যাটের শত্তুর
জলে নাম নাম চোখে কাজল দিসনি
এক ছোঁক ফোড়নের কাশি লহমা দুই কি তিন
ধুঁয়ার গুলগুল্লা ম্যাঘ বরিষে দ্যাখ একচল্লিশ বছর –

চাঁদের টি-রা চূড়ামণি স্পঞ্জ রগুড়ের কিৎকিৎ ইসকদর পিট্টু ফাটছে
সাপেরা আস্তিন লওটছে ইক্কা রুহিতন
গলায় লাইমা তো বিপদে পড়লাম কত্তা ব্রংকি কোন দিকে
হাতের রান্না যে খাইসে সেই বেইমান
সোজা আউগ্গাও খানিক তারপর দুই দিকে ফুসফুস স্যাংচুয়ারি
পাখীতো নাই বিশেষ এই সময় সব লোকাল উনিরে আগোস্টে মরছেন কি করবা
সাতাইশ দিন ঘাসের বিচি সিদ্ধ খাইয়া কাল্টি ডোংগা
পরাণ আসছিলো বোঝলানি কান্ধে ঝোলা আর তাড়ির গন্ধ
ফেরার সময় ডাউন যাইটের রফতার দেড়শ মাইল টাঠাক টাঠাক
অম্লজান তেজ ড্রিপ তেজ খঅলতা ব্লাডপ্যাকেট
পাখীর ভিতর অচিন হুরহাপর বাতানুখুলুখুলু
দহে নাইতে লামে উড়িপুড়ি নাভি জলকে দক্ষিণদুরি ছাইয়ের ঠুমক অভিসার –

ফ্লু

সাপ জিভের দু'ফালা রেণু রেণু পুংকেশর দরমেয়ান গোঁজ বিঁধে থাকে
ক্লিটবুড়ির ছ্যাঁচা দোক্তা ঝাঁঝের গা পিছাপিছা অ্যামোনিয়ার
নাব্য থোল থোল উঙ্গলীর বাগিচী গুলাব
স্টিমইঞ্জিন মার্ডারের দুই অহম হস্টাইল গবাহকে দ্যাখ ছুটছে
টিলার আটঠালি অপু পাটঠালি চোরবালির রেঙ্গতা দুগ্গা
একটি ঝাক্ লাক্ এলো কুউ পেন্নাম কত্তা ঠিস্টাক্
আমাদের ঘটিজল গামোছ পামোছ দাওয়ার নকশালবাড়ি
ব্লাস্টা ভ্যাংচা ব্রড গেজ
না কাগ চিলানী মা সির্ফ উল্লু রোলে
প্রতিটা কুটুম ইস্টি শান খায় প্রতি প্ল্যাট ফর্ম নিচ্ছে
বদরা অয় কাজরা তেরি কারে কারে মরচে ফেটে ফেটে —

কম্বলে এমন কি জবরজঙ্গী গয়াগুজরা এক রাত বাথানে লুকোলে
সিঁটিয়ে ডুকরে ওঠে পশুথন
বিষানো দুধ খাওয়া ম্যানিক আউশ আমন ভুরা বকনাদের এট্টু রাইম দে
উলঝা খ্যালা দে জোঁক লুডো
ব্রীজতলার আখাড়া থেকে উঠে আসা ষোলো হোমো পহেলবান ঘুঁটির
কারো যদি লবণে রক্ত ওঠে স্যান্ডেলে ঠাসাভাঙ্গা ছেঁইচ্যা দিস রামা
যা দেব্রেন, ছেলেরা ডালের ওপর একটা ভাজাও চায় না মাসিমা
আথালের জংলা মশার কবলে কার আর ঘুম আসে
তবু ডাকার কথা ভোর রাতে একবার অবশ্যই ডাকব্রেন পল্লব
চা-ও চাইবেনা বেসিনে চোখে আঁজলাভর ঝাপট বেরিয়ে যাব্রে থলি কাঁধে
টমেটো দিয়ে নতুন গুড়ি আলু পেঁয়াজপত্তার কেরম
লাল লাল ঝাল একটা চড়চড়ি কশাননা পূবাকাশ
ঝুণ্ড ছুট খ্যাপা অলিশান দিঙবারণ উঠে আসে ঘায়েল একদন্তা
খোঁয়াড়ের জ্বোরো মুর্গীগুলো খেয়ে গেরামে এখন শেয়ালদের ফ্লু
কাঠি কাঠি হুত্তাহুয়া ঠ্যাং ধরার টুচ্চা উনপাঁজুর কল পিষে এগিয়ে যায় ঐরাবত
চার জগদ্দল পায়ে —

অবিদ্যা

হ্যালো জেন
সিনে সাফিক্স শান ধরেছে হ্যালুর ট্যারেন্টুলা
কালিকাজী রোদ ওঠেনা
ধুতরা বীজ থ্যাঁতার খল ও বিষবড়ির টিন লুকায়
তৃষখাগী ধিকিজ গ্যাজেট
জেলি আর বানমাছ ফকফক হাইমেন ঠুকড়ে গেলার পর
করালীর দরমা ও কশাড়ে সিঁদ মারা জিভ
রিবনে গেরো বাই গেরো কাছিয়ে কচলে ধরছে পুলওভার
গুটলে গুটলে বিচিথন
উলশরীল ন্যাপি পর অবিদ্যা
রাত্রি তিনটার ভুখবাড়ি ঠনঠনিয়া জিভে জিহ্বাবলির
চাপ চাপ দড়ি লালকাতরা কালী
খেষ্টর ক্রুশি পাল্প ফিকশন আর অঘোর পুরান
আন্টুনির বাইপোলার দাঁত ব্রাশিনা কখনো
বোঁটার বাদামী জেল্লা ফুরোলে ফাটা দাগ বৃশ্চিক্রান্তি
দীঘির জলচুপড় ভাতের টোকো ঘুলটা কাগচক্ষু গিলে খায় সাপ
রাত্রি আজ অফুরান বিশ্যায়লা ঝুমরা যামিনী
তুই খা সেই চিতির ছাটানি আমানি আর ব্রণে
হাক্কা শুলানি দুধ আন কসবীর রক্তছাগড়া
আঃ দুধ অ্যান্টিটক্সিক ওঃ দুদু অ্যান্টিসেপ্টিক
উঃ দুদা সিকাট্রিস্যান্ট হোঃ দুদি ডিউরেটিক
আহো দুদে স্টিমিউল্যান্ট হোয় দুদো ডিওডোর‍্যান্ট
আহা দুদং ভার্মিফিউজ ওহো দুদৌ কর্ডিয়াল
ফাক্ দুদঃ হিপনোটিক ——